পাক্ষিক

আহ্‌মদী

إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

মানব জাতির জন্য জগতে আজ কুরআন ব্যতিরেকে আর কোন ধর্ম গ্রন্থ নাই এবং আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ) ভিন্ন কোন রসূল ও শেফায়াতকারী নাই। অতএব তোমরা সেই মহা গৌরব সম্পন্ন নবীর সহিত প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও তাঁহার উপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না।

– হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

সম্পাদক : এ. এইচ. মুহাম্মদ আলী আনওয়ার

নব পর্যায়ের ৩৬ বর্ষ ॥ ৫ম সংখ্যা

৩০শে আষাঢ় ১৩৮৯ বাংলা ॥ ১৫ই জুলাই ১৯৮২ ইং ॥ ২৩শে রমজান ১৪০২ হিঃ

বার্ষিক চাঁদা ॥ বাঙলাদেশ ও ভারত ২০.০০ টাকা ॥ অন্যান্য দেশ ৩ পাউণ্ড

সূচীপত্র

পাক্ষিক
আহমদী
১৫ই জুলাই ১৯৮২
৩৬শ বর্ষ
৫ম ও ৬ষ্ঠ সংখ্যা

বিষয়	লেখক	
* তরজামাতুল কুরআন সূরা নিসা (৫ম পারা, ২০শ রুকু)	মূল : হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) অনুবাদ : মোহ্‌তারম মৌঃ মোহাম্মাদ, আমীর, বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া	১
* হাদীস শরীফ : 'পবিত্র রমজানের ফজিলত	মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ	২
* অমৃত বাণী : সর্বাধিক খুশীর দিন	হযরত মসীহ মওউদ ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ	৪
* ইসলামে মহাকল্যাণময় খেলাফতের চিরস্থায়ী ব্যবস্থা	সংকলন : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ	৫
* জুমার খোৎবা	হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ	৯
* আমাদের চতুর্থ খলিফা	মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ	১৪
* ঈদের খোৎবা	হযরত খলিফাতুল মসীহ সানি (রাঃ) অনুবাদ : মোহতারম মৌঃ মোহাম্মদ	২১

ত্রুটি মার্জনা

অত্র সংখ্যায় আমাদের প্রিয় ইমাম হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)-এর ছবিখানা তাড়াতাড়ির মধ্যে খুব ভাল না ছাপায় আমরা দুঃখিত। আগামীতে ইনশাআল্লাহ ভাল ছবি ছাপার চেষ্টা করিব।

জ্ঞাতব্য

'আহমদীর' সকল পাঠক-পাঠিকার সদয় অবগতির জন্য জানান যাইতেছে যে, এ মাসের শেষ পক্ষে যেহেতু অধিক দিনেই ছুটি পড়িয়া যাইতেছে সেইজন্য ৩১শে জুলাই তারিখের সংখ্যা প্রকাশ করা সম্ভব হইবে না। সবশেষে আমাদের সুহৃদ পাঠক-পাঠিকা বৃন্দকে জানাই উচ্ছ্বসিত নির্মল **ঈদ মোবারক।**

بسم الله الرحمن الرحيم   نحمده ونصلي على رسوله الكريم   وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আ হ ম দী

নব পর্যায়ের ৩৬শ বর্ষ : ৫ম সংখ্যা

৩০শে আষাঢ়, ১৩৮৯ বাংলা : ১৫ই জুলাই ১৯৮২ইং : ১৫ ওফা ১৩৬১ হিঃ শামসী

সুরা নিসা

[মদীনায় অবতীর্ণ। ইহাতে বিসমিল্লাহ্ সহ ১৭৭ আয়াত ও ২৪ রুকু আছে]

৫ম পারা ২০শ রুকু

২০ রুকু

১৩৬। হে ঈমানদারগণ! তোমরা পূর্ণভাবে ন্যায় বিচারে প্রতিষ্ঠিত হও এবং আল্লাহর উদ্দেশ্যে সাক্ষ্য দাতা হও, যদিও (তোমাদের সাক্ষ্য) তোমাদের নিজেদের বা পিতামাতার বা স্বজনের বিরুদ্ধে যায়; (যাহার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেওয়া হইবে) যদিও সে ধনী হয় অথবা দরিদ্র (উভয় অবস্থায়) আল্লাহ তাহাদের জন্য (তোমাদের চাইতে) অধিক শুভাকাঙ্খী; সুতরাং তোমরা (কোন হীন) বাসনার অনুসরণ করিও না, যেন তোমরা ন্যায় বিচার করিতে পার; যদি তোমরা (সত্য সাক্ষ্য) গোপন কর, অথবা (সত্য প্রকাশে) বিমুখ হও (তবে স্মরণ রাখিও) তোমরা যাহা কিছু কর (উহা সম্বন্ধে আল্লাহ সবিশেষ ওয়াকেফহাল!

১৩৭। হে ঈমানদারগণ! আল্লাহও তাঁহার রসুলের প্রতি এবং ঐই কিতাবের প্রতি যাহা তিনি আপন রসুলের উপর নাযেল করিয়াছেন এবং ঐ কিতাবের প্রতিও যাহা তিনি উহার পূর্বে নাযেল করিয়াছেন ঈমান আন এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ, তাঁহার ফেরেশতাগণ, তাঁহার (প্রেরিত) কিতাব সমূহ, তাঁহার রসুলগণ এবং শেষ দিবসকে অস্বীকার করে (তাহার সম্বন্ধে জানিও যে) সে নিশ্চয় চূড়ান্ত পর্যায়ের পথ ভ্রষ্টতায় পতিত হইয়াছে।

১৩৮। নিশ্চয় যাহারা ঈমান আনে অতঃপর কুফর করে, এবং পুনরায় ঈমান আনে এবং আবার কুফর করে এবং কুফরে তাহারা বাড়িয়া যায়, এইরূপ (প্রকৃতির) লোকদিগকে আল্লাহ্ কখনও ক্ষমা করিবেন না! এবং আল্লাহ তাহাদিগকে (উদ্ধারের) কোন পথও দেখাইবেন না।

১৩৯। মুনাফেকদিগকে শুভ সংবাদ দাও যে, তাহাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক আযাব আছে।

১৪০। যাহারা মোমেনদিগকে ছাড়িয়া কাফেরদিগকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, তাহারা কি তাহাদের

হাদিস শরীফ

পবিত্র রমজানের ফজিলত

১) "রমজান এরূপ বরকতপূর্ণ মাস যে উহার শুরুতে (তথা প্রথম দশকে) রহমত, উহার মধ্যভাগে (তথা দ্বিতীয় দশকে) মাগফিরাত এবং উহার শেষ ভাগে (তথা তৃতীয় দশকে) অগ্নি হইতে পরিত্রাণ অর্থাৎ পূর্ণ শান্তি ও বেহেস্ত লাভ নির্ধারণ করা হইয়াছে।" (মিশকাত)

২) 'হে মুসলমানগণ! রমজানের শেষ দশকে বেজোড় রাত্রিতে নির্ধারিত 'লাইলাতুল কদর'-এর সন্ধান লাভে চেষ্টিত হয়।" (বোখারী)

৩) "যে ব্যক্তি কদরের রাত্রিতে ঈমান ও সাওয়াবের নিয়তে নামাজ পড়িবে এবং রমজান মাসে ঈমান ও সাওয়াবের নিয়তে রোজা রাখিবে, তাহার পূর্ববর্তী সকল গোনাহ ক্ষমা করা হইবে।" (বুখারী)

তারাবীহর নামাজ

১) হযরত উরওয়াহ (রাঃ) বলেন যে, হযরত আয়েশা (রাঃ) তাঁহার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত রসুলুল্লাহ (সাঃ আঃ) একবার গভীর রাত্রিতে গৃহ হইতে বাহির হইলেন এবং মসজিদে আসিয়া নামাজ (তাহাজ্জুদ) পড়িলেন ; উপস্থিত লোকজনও তাঁহার পিছনে নামাজ পড়িলেন। ভোর হইলে তাঁহারা অন্যান্যদের নিকট উহা উল্লেখ করিলেন। পরবর্তী রাত্রিতে আরও অধিক লোক মসজিদে একত্র হইলেন এবং তাঁহারা হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর সহিত নামাজ আদায় করিলেন। সকাল বেলায় তাঁহারা উহা মানুষের মধ্যে আলোচনা করিলে তৃতীয় রাত্রিতে আরও বেশী সংখ্যক লোক মসজিদে সমবেত হইলেন। সুতরাং হযরত রসুল করীম (সাঃ) মসজিদে আসিয়া নামাজ পড়িলেন এবং সকলে তাঁহার সহিত নামাজ পড়িল। চতুর্থ রাত্রিতে মানুষের সমাগমে মসজিদ ভরিয়া গেল এবং সকলের উহাতে সংকুলান দুস্কর হইয়া পড়িল। এমন কি হযরত নবী করীম (সাঃ) তাহাজ্জুদের সময় না আসিয়া ফজরের নামাজে উপস্থিত হইলেন। ফজরের নামাজ আদায়ের পর তিনি মানুষের দিকে মুখ ফিরাইয়া কলেমা শাহাদত পড়িবার পর বলিলেন, মসজিদে তোমাদের উপস্থিতি সম্বন্ধে আমি বেখবর ছিলাম না কিন্তু আমার ভয় হইল যে, এমনিধারায় এই নামাজ তোমাদের উপর ফরজ হইয়া না যায় এবং তোমরা (ইহা বাজামাত আদায়ে) অক্ষম হইয়া পড় (সেজন্য আজ আর আমি আসিলাম না)। তারপর হযরত নবী করীম (সাঃ) ওফাত পাইলেন এবং উক্ত বিষয় ঐ অবস্থায় থাকিয়া গেল। (বোখারী)

২। হযরত আবদুর রহমান বিন আবদুল কারী (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, তিনি রমজান মাসের এক রাত্রিতে হযরত ওমর বিন খাত্তাব (রাঃ)-এর সহিত মসজিদে গমন করিলেন। মসজিদে লোকজন বিক্ষিপ্তাবস্থায় পৃথক পৃথক ভাবে নামাজ পড়িতেছিলেন—কেহ কেহ একাই নামাজ পড়িতেছিল, আবার একজনের পিছনে একদল লোক নামাজ আদায় করিতেছিল।

ইহা দেখিয়া খলিফাতুল মুসলেমীন হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, "আমি মনে করিতেছি যে, সকলকে যদি একজন ক্বারীর পিছনে একত্র করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে উত্তম হইবে।" তারপর তিনি তাঁহার সেই এরাদা বাস্তবায়িত করিলেন এবং লোকজনকে উবাই বিন কা'ব (ক্বারী ও হাফেজে কুরআন)-এর পিছনে (নামাজ আদায়ে) একত্র করিলেন! তারপর আবার আমি (বর্ণনাকারী) তাঁহার সহিত মসজিদে গেলাম। তখন মানুষ তাহাদের ক্বারী উবাই বিন কা'ব (রাঃ)-এর পিছনে নামাজ পড়িতে ছিল। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, 'যদিও ইহা এক নুতন বিষয়, কিন্তু ইহা উত্তম বিষয়। অবশ্য রাত্রির যে অংশে (তথা শেষ রাত্রিতে) এই সকল লোক ঘুমাইয়া থাকেন উহা রাত্রির সেই অংশ (তথা বাদ এশা) অপেক্ষা শ্রেয় যে অংশে তাহারা নামাজ আদায় করিতেছেন।" তিনি উহা রাত্রির শেষ ভাগকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়াছিলেন এবং এইরূপে মানুষ রাত্রির প্রথম ভাগে (তাহাজ্জুদের স্থলে তারাবীহর) নামাজ আদায় করিতে লাগিল।

৩। হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, হযরত রসুল করীম (সাঃ) রমজান মাসে অথবা অন্য সময়েও তাহাজ্জুদের নামাজ এগারো রাকাতের অধিক পড়িতেন না।.....আট রাকাত আদায়ের শেষে তিন রাকাত বেতের পড়িতেন।

(বুখারী কিতাবুস-সওমে, বাবু ফায্‌লে মান কামা রামজানা; মুসলিম পৃঃ ২৮৩)

অনুবাদ ও সংকলন: **মোঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ**

সুরা নিসা (১ম পাতার পর)

নিকট হইতে সম্মানের প্রত্যাশী? (যদি এইরূপ হয়) তবে (তাহারা যেন স্মরণ রাখে যে) যাবতীয় সম্মান সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর হাতে।

১৪১। এবং তিনি তোমাদের জন্য এই কিতাবে নাযেল করিয়াছেন যে, যখন তোমরা শুনিবে আল্লাহর আয়াত সমূহের কুফর অস্বীকার করা হইতেছে এবং উহাদের প্রতি উপহাস করা হইতেছে তখন তাহাদের সহিত বসিয়া থাকিও না যে পর্যন্ত না তাহারা উহা ছাড়িয়া অন্য কথায় রত হয় এইরূপ করিলে তোমরা তাহাদের সদৃশ হইয়া যাইবে। নিশ্চয় আল্লাহ সকল মুনাফেক ও কাফেরকে জাহান্নামে একত্রিত করিবেন,

১৪২। (ঐ সকল মুনাফেক) যাহারা তোমাদের ধ্বংসের অপেক্ষা করিতেছে, যদি আল্লাহর তরফ হইতে তোমাদের কোন বিজয় লাভ হয়, তখন তাহারা বলে, আমরা কি তোমাদের সংগে ছিলাম না? এবং যদি কাফেরগণ (বিজয়ের) কোন অংশ পায়, তখন তাহারা (অর্থাৎ মুনাফেকগণ কাফেরগণকে) বলে, আমরা কি তোমাদের উপর জয়যুক্ত হই নাই, এবং আমরা কি তোমাদিগকে মোমেনদের হাত হইতে বাচাই নাই? সুতরাং আল্লাহ তোমাদের মধ্যে কেয়ামতের দিনে ফয়সালা করিবেন, এবং আল্লাহ কাফেরগণকে মোমেনদের উপর কখনও আধিপত্য দিবেন না।

[তফসীরে সগীর হইতে ধারাবাহিক বঙ্গানুবাদ]

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর অমৃত বানী

'জুমআ এবং ঈদ চাইতেও অধিকতর মোবারক এবং খুশীর দিন।'
'তৌবার অর্থ মানুষ যেন গোনাহ্‌ ত্যাগ করিয়া পবিত্র হয়।'

"সকল ভ্রাতা ও ভগ্নী স্মরণ রাখিবেন যে, আল্লাহতায়ালা ইসলামে কোন কোন এরূপ দিন নির্ধারিত করিয়াছেন, যাহা নিতান্ত খুশীর দিন বলিয়া বিবেচিত হয় এবং সেই দিনগুলিতে আল্লাহতায়ালা কল্পনাতীত বরকত ও কল্যাণ নিহিত রাখিয়াছেন। তন্মধ্যে একটি হইল জুমার দিন। এই দিনটিও বড়ই মোবারক দিন। হাদিসে বর্ণিত হইয়াছে যে, আল্লাহতায়ালা হযরত আদমকে জুমার দিনেই পয়দা করিয়াছিলেন এবং সেই দিনেই তাঁহার তৌবা কবুল করিয়াছিলেন। এতদভিন্ন এই দিনটির আরও অনেক বরকত ও বৈশিষ্ট্য বর্ণিত আছে। তেমনিভাবে ইসলামে দুইটি ঈদ রহিয়াছে। এই দুইটি দিনকে অতীব খুশীর দিন হিসাবে নির্ধারণ করা হইয়াছে এবং ইহাদের মধ্যেও আল্লাহতায়ালা আশ্চর্য্য ধরণের বরকত ও কল্যাণ রাখিয়াছেন। স্মরণ রাখিবে, এই দিনগুলি সন্দেহাতীতভাবে যদিও নিজ নিজ স্থানে মোবারক এবং খুশীর দিন, তথাপি উক্ত দিনগুলি অপেক্ষা অধিকতর মোবারক এবং আনন্দপূর্ণ আর একটি দিন আছে। কিন্তু দুঃখের সহিত লক্ষ্য করিতে হয়, মানুষ সেই দিনটির প্রতীক্ষাও করে না, উহার সন্ধানও করে না। অন্যথা, মানুষ যদি সেই দিনটির কল্যাণ ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অবহিত হইত অথবা উহার পরোওয়া করিত, তাহা হইলে প্রকৃতপক্ষে সেই দিনটি তাহাদের জন্য নিতান্তই মোবারক এবং সৌভাগ্যের দিন হিসাবে প্রতিপন্ন হইত এবং মানুষ উহার স্বতঃই সমাদর ও যত্ন করিত।

সেই কোন্‌ দিনটি, যাহা জুমআ এবং ঈদ চাইতেও উত্তম এবং মোবারক দিন? আমি তোমাদিগকে জানাইতেছি যে, উহা হইল মানুষের তৌবার দিন, যাহা সব চাইতে উত্তম এবং প্রত্যেক ঈদ হইতেও শ্রেষ্ঠ। যদি বল কেন? তবে শুন, এই জন্য যে মানুষের যে আমলনামা (কর্মলিপি) তাহাকে ধীরে ধীরে জাহান্নামের নিকটে লইয়া যায় এবং ভিতরে ভিতরেই সংগোপনে এলাহী-গজবের নীচে তাহাকে উপনীত করে, সেই দিনটি তাহার ভয়াবহ আমলনামাকে ধৌত করিয়া দেয়, মোচন করিয়া দেয় এবং সেই দিন তাহার গোনাহ ক্ষমা করিয়া দেওয়া হয়। প্রকৃতপক্ষে মানুষের জন্য ইহার চাইতে আর কোন্‌ দিনটি খুশী এবং ঈদের দিন বলিয়া সাব্যস্ত হইতে পারে, যাহা তাহাদের অসহনীয় জাহান্নাম এবং সীমাহীন এলাহী-গজব হইতে পরিত্রাণ দান করে?"

(তকরীর (ভাষণ), ২৮শে আগষ্ট ১৯০৪ ইং)

—মোঃ **আহমদ সাদেক মাহমুদ**, সদর মুরুব্বী

ইসলামে মহাকল্যানময় খেলাফতের চিরস্থায়ী ব্যবস্থা

আল্লাহতায়ালা পবিত্র কোরআনে ঈমান ও সৎকর্মে প্রতিষ্ঠিত প্রকৃত মুসলমানদের সহিত এই ওয়াদা করিয়াছেন যে তাহাদিগের মধ্যে ঠিক সেই ভাবে খেলাফত কায়েম করিবেন যে ভাবে তিনি পূর্ববর্তী উম্মত গুলির মধ্যে কায়েম করিয়াছিলেন (সুরা নূর :—আয়াত ৫৬)। সুতরাং মোহম্মদীয় উম্মতের পূর্বে খোদাতায়ালা মুসীয় উম্মতের মধ্যে খেলাফত কায়েম করিয়াছিলেন। মুসীয় উম্মতে খিলাফত দুইটি যুগে বিভক্ত ; উহার প্রথম যুগ হযরত মুসা (আঃ) হইতে আরম্ভ হইয়া ঈসা (আঃ) পর্যান্ত চলিয়া গিয়াছে। অতঃপর মুসা (আঃ)-এর চৌদ্দশত বৎসর পর তাঁহার শরীয়তাধীন হযরত ঈসা মসীহ (আঃ) আবির্ভূত হইলে পুণরায় সেই উম্মতের মধ্যে ধারাবাহিক ভাবে খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়। হযরত রাসুলে করিম (সাঃ)-কে পবিত্র কোরআনে আল্লাহতায়ালা হযরত মুসা (আঃ)-এর সদৃশ রাসুল বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন (সুরা মুজ্জাম্মিল, রুকু ২) তদনুযায়ী ইসলামেও খিলাফত দুইটি যুগে বিভক্ত। প্রথম যুগটি রাসুলে করিম (সাঃ)-এর পরে পরেই শুরু হয় এবং উহার ধারাবাহিক শৃঙ্খল হযরত আলী (রাঃ)-তে শেষ হইয়া গেলে তেরশত বৎসর পর্যান্ত মোজাদ্দেদ ও আওলিয়ার মাধ্যমে বিচ্ছিন্ন ভাবে চলিতে থাকে। অতঃপর ইসলামে খেলাফতের দ্বিতীয় যুগ চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মাথায় প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহদী (আঃ)-এর আবির্ভাবের মাধ্যমে সূচিত হওয়া নির্ধারিত ছিল।

[মেশকাত (মুজতবাই) পৃঃ]

সুতরাং ২৬শে মে ১৯০৮ সনে হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর ইন্তেকাল হইলে উহার পরবর্ত্তী দিনে "সুম্মাতাকুন খিলাফাতুন আলা মিনাজেন নবুওয়াত"—হাদিস বর্ণিত প্রতিশ্রুতি এবং ১৯০৫ ইং হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) কর্তৃক 'আল-ওসিয়ত' পুস্তকে ঘোষিত ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী জামাতে আহমদীয়ার মধ্যে মহাকল্যাণময় খেলাফতের চিরস্থায়ী ব্যবস্থা স্বরূপ কায়েম হয়, যাহা আল্লাহতালার কুদরত ও রহমতের ছত্রচ্ছায়ায় পূর্ণ সফল্যের সহিত বিশ্বব্যাপী ইসলামের প্রচার ও আধ্যাত্মিক বিজয়কে তরান্বিত করিয়া চলিয়াছে। ইসলামে খেলাফতের এই পুনঃ প্রতিষ্ঠিত ধারাবাহিক শৃঙ্খলে এখন চতুর্থ খলিফা হইলেন হযরত মির্যা তাহের আহমদ, খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)। নিম্নে খেলাফত সম্বন্ধে হযরত মসীহ মওউদ (আঃ -এর তিনজন খলিফা —হযরত খলিফাতুল মসীহ আওয়াল (রাঃ), হযরত মুসলেহ মওউদ খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ)-এবং হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (রাঃ)-এর বিপুল তত্বপূর্ণ উদ্ধৃতি সমূহের মধ্য হইতে যৎসামান্য পেশ করা গেল, এই সকল উদ্ধৃতির মধ্যে খেলাফতের মৌলিক তত্ব ও উহার চিরস্থায়ী আবশ্যকতা ও গুরুত্ব, উহার সুদূপ্রসারী পবিত্র উদ্দেশ্যাবলী ও কল্যাণ সমূহ এবং খেলাফতের প্রতি আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোকপাত করা হইয়াছে।

হযরত খলিফা আওয়াল (রাঃ)-এর পবিত্র বাণীর আলোকে

আল্লাহতায়ালাই খলিফা বানান ঃ

"আমাকে কোন মানুষে খলিফা বানায় নাই এবং কোন আঞ্জুমানেও নহে, এবং আমি কোন আঞ্জুমানকে ইহার যোগ্যও মনে করি না যে উহা কাহাকেও খলিফা বানাইতে পারে।

সুতরাং না তো কোন আঞ্জুমান আমাকে খলিফা বানাইয়াছে এবং না আমি উহা কর্তৃক খলিফা বানানোকে কোন মর্যাদা দেই, তেমনি উহা কর্তৃক খেলাফত বর্জনেও দৃকপাত করি না এবং এখন কাহারও মধ্যে এই শক্তি নাই যে সে আমা হইতে খিলাফতের এই ভূষণ ছিনাইয়া নেয়।"

(বদর, ৪ঠা জুলাই ১৯১২)

"খেলাফত কোন মনোহারী দোকানের সোডা-ওয়াটার নহে, তোমরা এই ঝামেলায় লিপ্ত হইয়া কোন ফায়দা লাভ করিতে পারিবে না। তোমাদিগকে কেহ খলিফা বানাইবে না। এবং আমার জীবদ্দশাতে অন্য কেহও খলিফা হইতে পারে না। সুতরাং আমি যখন মৃত্যু বরণ করিব, তখন সে ব্যক্তিই দণ্ডায়মান হইবে, যাহাকে আল্লাহ্তায়ালা মনোনীত করিবেন এবং তিনি নিজেই তাহাকে খাড়া করিবেন।" (বদর, ৪ঠা জুলাই ১৯১২)

খলিফার উপর আপত্তি তোলা দুর্ভাগ্যের লক্ষণ ঃ

"আমি তোমাদিগকে বারংবার বলিয়াছি, কোরআন মজিদ হইতে দেখাইয়াছি যে খলিফা বানানো মানুষের কাজ নহে, বরং ইহা খোদাতায়ালার কাজ। কে আদম (আঃ)-কে খলিফা বানাইয়াছিল? আল্লাহতায়ালা বলেন, انی جاعل فی الارض خلیفة আদমের এই খেলাফতের উপর ফেরেস্তারা আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিল·····কিন্তু তাহারা আপত্তি করিয়া কি ফল পাইয়াছে? তাহা তোমরা কোরআন মজিদে পড়িয়া লও। তাহাদিগকে তো অবশেষে আদমের উদ্দেশ্যে সিজদা করিতে হইল। সুতরাং যদি আমার উপর অভিযোগকারীদের কেহ ফেরেস্তাও হয় তাহা হইলে আমি তাহাকেও বলিব যে আদমের খেলাফতের সামনে সেজদা-রত হও, তবেই মঙ্গল। আর যদি কেহ অস্বীকার ও অহংকারকে তাহার সারথী করিয়া ইবলিসের রূপ ধারণ করে, তাহা হইলে সে যেন মনে রাখে যে, আদমের বিরোধিতা করিয়া ইবলিস কি ফল পাইয়াছিল? আমি পুনরায় বলিতেছি, যদি কেহ ফেরেস্তার রূপ ধারণ করিয়াও আমার খিলাফতের উপর আপত্তি করে, তাহা হইলে (পরিশেষে) 'সৎস্বভাব' তাহাকে 'উসজুদু লে আদামা"— ('আদমের উদ্দেশ্যে সেজদা কর')—আল্লাহর এই আদেশের প্রতি ফিরিয়া আসিতে বাধ্য করিবে।" (বদর, ৪ঠা জুলাই ১৯১২)

খলিফার এতায়াত ওয়াজেব ঃ

"আবাশারাম মিন্না ওয়াহেদান নাত্তাবেয়াহু"—অর্থাৎ 'আমাদের মধ্য হইতে কি এক ব্যক্তির অনুসরণ করিতে হইবে'?

ইমাম একজনই হওয়া উচিত, যাহাতে ঐক্য ও সংহতি কায়েম থাকে। এই জামাতেও এমন লোক আছে যাহারা এক ব্যক্তির এতায়াত বা আনুগত্যকে গোমরাহী এবং মছিবত বলিয়া মনে করে। অথচ এ কথা ভুল। এই শ্রেণীর মনোভাবাপন্ন লোকদের জন্য উক্ত আয়াত প্রণীধাণ যোগ্য। যাহাকে খোদাতায়ালা মনোনীত করেন তাহাকে তিনি নিজ পক্ষ হইতে সাহায্য প্রাপ্ত ও বিজয়ী করেন। খোদা তাহাকে এমন ভুলের মধ্যে পড়িতে দেন না যাহা

কওমের ধ্বংসের কারণ হইতে পারে। শুরা (পরামর্শ) এইজন্য নহে যে খলিফাকে অবশ্যই উহার অনুসরণ করিতে হইবে। বরং উজির গণের রায় তাহার জন্য আয়না স্বরূপ হইয়া থাকে, যাহার মধ্যে তিনি তাঁহার রায় পরখ করিয়া দেখেন।" (দরসুল কোরআন, ৫৭২ পৃঃ)

অন্তিমকালের উপদেশ ঃ

হযরত খলিফা আওয়াল (রাঃ) সর্বদা জামাতকে খেলাফতের গুরুত্ব ও উহার পূর্ণ এতায়াত এবং উহার সহিত দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত থাকার উপদেশ দিয়াছেন। তাঁহার ইন্তেকালের কয়েক দিন পূর্বে তিনি বলিয়াছিলেন :—

"আল্লাহতায়ালাই খলিফা বানান, আমার পরেও আল্লাহতায়ালাই বানাইবেন।"

('পয়গামে সুলাহ' পত্রিকা, (লাহোর) ২৪শে ফেব্রুয়ারী ১৯১৪ইং)

হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ)-এর পবিত্র বাণীর আলোকে

সকল কল্যাণ ও আশিস খেলাফতে নিহত :

"হে বন্ধুগণ! আমার আখেরী নসিহত এই যে, সমস্ত কল্যাণ ও বরকত খেলাফতে নিহিত রহিয়াছে। নবুওত একটি বীজ বপন করে যাহার পর খেলাফত উহার 'তাসির' ও প্রভাবকে দুনিয়ায় ছড়াইয়া দেয়। তোমরা খেলাফতে হাক্কাকে মজবুতীর সহিত ধর এবং উহার আশিষ ও বরকতের দ্বারা জগতকে উপকৃত কর, যাহাতে খোদাতায়ালা তোমাদের উপর করুণা ও রহমত বর্ষণ করেন এবং তোমাদিগকে এই জাহানেও উন্নত করেন এবং সেই জাহানেও সম্মানিত করেন। আমরণ নিজেদের ওয়াদা পূরণ করিয়া যাও। আমার সন্তানদিগকেও এবং হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর সন্তান দিগকেও তাঁহাদের খন্দানের অঙ্গীকার স্মরণ করাইতে থাক। আহমদীয়তের মোবাল্লেগণ যেন ইসলামের সাচ্চা সিপাহী সাব্যস্ত হন এবং এই দুনিয়াতে খোদায়ে-কুদ্দুসের কর্মচারীবৃন্দে পরিণত হন।" (আল-ফযল ২০শে মে ১৯৫৯ইং)

একসময়ে মাত্র একজনই একচ্ছত্র আনুগত্যের অধিকারী খলিফা ঃ

"খেলাফেত যেন জিন্দা ও চিরঞ্জীব থাকে এবং উহার চতুর্দিকে প্রাণ বিসর্জনের জন্য প্রতিটি মুমেন যেন স্বতঃস্ফূর্ত দণ্ডায়মান হয়। আমার এই পয়গাম বাহিরের জামাতগুলিকেও পৌছাইয়া দাও এবং তাহাদিগকে অবহিত কর যে, 'তোমাদের মহব্বত আমার হৃদয়ে হিন্দুস্থানের আহমদীগণ অপেক্ষা কম নয়; তোমরা আমার চোখের মনি। আমি বিশ্বাস রাখি যে যত শীঘ্র তোমরা তোমাদের নিজ নিজ দেশে আহমদীয়তের পতাকা দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত করিয়া অন্যান্য দেশের প্রতি মনোযোগী হইবে। এবং সর্বদা খলিফা-এ-ওয়াক্ত, যিনি একসময়ে মাত্র একজনই হইতে পারেন, তাঁহার ফরমাবদার ও অনুগত থাকিবে এবং তাঁহার নির্দেশানুক্রমে ইসলামের খেদমত করিয়া যাইবে।" (১৯৪৭ইং সনের ঘোর বিপদসঙ্কুল সময়ে জামাতের নামে প্রদত্ত পয়গাম; 'তারিখে আহমদীয়ত' ১০ম খণ্ড পৃঃ ৭২৩)

৪র্থ খলিফার সম্বন্ধে একটি মহান ভবিষ্যদ্বাণী ঃ

"প্রথম যে আদম আসিয়াছিলেন তিনি জান্নাত হইতে বহিস্কৃত হইয়াছিলেন, কিন্তু এখন আদম (হযরত মসীহ মওউদ—অনুবাদক) আসিয়াছেন মানুষকে জান্নাতে প্রবিষ্ট করাইবার উদ্দেশ্যে। তেমনিভাবে প্রথম ইউসফ (আঃ)-কে কারাগারে নিক্ষেপ করা হইয়াছিল, কিন্তু দ্বিতীয় ইউসফ (হযরত মুসলেহ মওউদ—অনুবাদক) মানুষকে কারামুক্ত করার উদ্দেশ্যে আসিয়াছেন। পূর্ববর্তী খলিফাগণের মধ্যে কেহ কেহ যেমন—হযরত ওসমান (রাঃ) এবং হযরত আলী (রাঃ)-কে ক্লেশ দান করা হয়। কিন্তু আমি আশা করি যে হযরত মসীহ মওউদ আঃ-এর জামানায় আল্লাহতায়ালা উহার প্রতিরোধ ও প্রতিকার করিবেন এবং তাঁহার খলিফাগণের দুশমনগণ বিফল মনোরথ হইবে এবং অক্ষম থাকিবে। কেন না এই জামানা বদলা বা প্রতিশোধ নেওয়ার যুগ। এবং খোদাতায়ালা চাহেন যেন, তাঁহার পূর্ববর্তী বান্দাগণের মধ্যে যাঁহাদের ক্ষতি সাধন করা হইয়াছিল তাঁহাদের বদলা বা প্রতিশোধ গ্রহণ করা হয়।

(ইরফানে-ইলাহী, পৃঃ ৯৪ ; কাদিয়ানে ২৮শে ডিসেম্বর ১৯১৯ইং প্রকাশিত)

হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)-এর পবিত্র বাণীর আলোকে

"হে আমার প্রিয় ভ্রাতাগণ! আল্লাহর নৈকট্যের যে সকল মোকাম ও মর্যাদা তোমরা হাসিল করিয়াছ, যদি সেইগুলিকে কায়েম রাখিতে চাও এবং রূহানীয়াতে সদা উন্নতি লাভ করিতে চাও, তাহা হইলে যুগের খলিফার আঞ্চলকে মযবুতির সহিত ধরিয়া রাখ। কেননা, যদি এই আঞ্চল ছুটিয়া যায় তাহা হইলে মুহাম্মদ রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর আঞ্চল ছুটিয়া যাইবে। কেননা যুগের খলিফা তাঁহার নিজ স্বত্বায় কোন কিছু নহেন। যে মোকাম তিনি লাভ করিয়া থাকেন তাহা মুহাম্মাদ (সাঃ) এরই দেওয়া মোকাম ; তাঁহার মধ্যে তাঁহার নিজস্ব কোনও শক্তি নাই, তাঁহার নিজস্ব কোনও জ্ঞান বা গুণও নাই। সুতরাং সেই ব্যক্তিকে দেখিও না বরং সেই আসনের প্রতি লক্ষ্য কর, যাহার উপর খোদা ও তাঁহার রাসুল (সাঃ) সেই ব্যক্তিকে অধিষ্ঠিত করিয়াছেন। এবং আমি যেভাবে বলিয়া আসিয়াছি যে, খেলাফতে-রাশেদার এই দ্বিতীয় ধারায় অর্থাৎ সেলসেলা-এ-খেলাফতে-আইম্মা বা ইমামগণের খিলাফতের ধারায় যতজন খলিফাই হউন, তাঁহাদের আঞ্চলকে যাহারা মযবুতির সহিত ধরিয়া রাখিবে এবং যুগের খলিফার মধ্যে যে হৃদয় স্পন্দিত হইতেছে, সেই হৃদয়ের স্পন্দনে যাহাদের হৃদয় স্পন্দিত হইবে, হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর পবিত্র আত্মিক শক্তি তাহাদিগকে শক্তি দান করিবে, তাঁহার (সাঃ) রূহানী ফয়েয হইতে তাহারা অংশ লাভ করিতে থাকিবে। এমনি ধারায় ইসলাম অধিকতর উন্নতি করিয়া চলিয়া যাইবে ও জয়যুক্ত হইবে এবং আল্লাহতায়ালার পুরস্কার সমূহ ও অনুগ্রহরাজী লাভ করিতে থাকিবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি খেলাফতে-রাশেদাকে অবজ্ঞা বা ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখে তাহার উপর আল্লাহতায়ালাও তাঁহার কোপ-দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন এবং সেই ব্যক্তি তাঁহার গযব ও কহরের নীচে পতিত হয়।'

(আল ফজল, (জলসা সালানা সংখ্যা) ৩০শে ডিসেম্বর ১৯৬৮ইং।

—মৌঃ **আহমদ সাদেক মাহমুদ**, সদর মুরব্বী

জুমার খোৎবা

সৈয়দনা হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে'

আইয়্যাদাহুল্লাহুতায়ালা

[১৮ই জুন ১৯৮২ইং মসজিদে-আকসা রাবওয়ায় প্রদত্ত]

আমি সুসংবাদ দিতেছি যে ভবিষ্যতে খেলাফত আর কখনও কোন শংকা বা সংকটের সম্মুখীন হইবে না।

জামাতে আহমদীয়া যৌবনে উপনীত হইয়াছে, এখন আর কোন অমঙ্গল-কামী ব্যক্তি খেলাফতের লেশমাত্রও কোন ক্ষতি সাধন করিতে পারিবে না।

হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর পরিবারবর্গ খেলাফত নির্বাচনকালে যে আদর্শের পরিচয় দান করিয়াছেন ইহার পরিপ্রেক্ষিতে জামাতের উচিত তাহাদের জন্য দোওয়া করা।

তাশাহুদ ও তায়াওউদ এবং সুরা ফাতেহা পাঠের পর সৈয়দনা হযরত মির্যা তাহের আহমদ, খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) নিম্নরূপ কুরআনী আয়াত তেলাওয়াত করেন ঃ

هو الله الذى لا اله الا هو ـ عالم الغيب والشهادة هو الرحمان الرحيم ٥ (حشر:٣٣)

হুজুর (আইঃ) উল্লিখিত আয়াতের তরজমা করিয়া বলেন যে, আল্লাহ্তায়ালা একমাত্র তিনি, যিনি ব্যতীত অন্য কোন মাবুদ নাই; তিনি গায়েবের (অদৃশ্য) জ্ঞানও জানেন এবং বর্তমান বা উপস্থিত বিষয়েও তিনি জ্ঞাত এবং তিনি রহমান (পরম দয়ালু, সর্বপ্রদাতা) এবং রহীম (বারবার দয়াকারী)।

হুজুর বলেন, এই আয়াতের প্রতি ভাসাভাসা দৃষ্টিপাতেও যে বিস্ময়কর বিষয়টি জানা যায় তাহা হইল এই যে, গায়েব বা অদৃশ্যের জ্ঞান সম্বন্ধে, যাহা অবশ্যই এক কঠিন ও কল্পনাতীত ব্যাপার, উহা আল্লাহতায়ালা জানেন বলিয়া উল্লেখ করিলেন বটে কিন্তু বর্তমান বা দৃশ্যমান বিষয় সম্বন্ধে জানার কথা তিনি উল্লেখ করিলেন কেন? কেননা অজ্ঞ ও নির্বোধ মানুষ এই ভুল বুঝাবুঝির মধ্যে নিপতিত যে সেও বর্তমান বা দশ্যমান বিষয়ের জানার ক্ষেত্রে আল্লাহ্-তায়ালার শরীক বা অংশীদার। অথচ গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করিলে জানা যায় যে, প্রকৃতপক্ষে মানুষ যেমন গায়েব সম্পর্কে জ্ঞাত নয়, তেমনি হাজির বা বর্তমান সম্বন্ধেও সে অবগত নয়। কেননা গায়েব ও হাজির পরস্পর ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এরূপ হইতে পারে না যে, উপস্থিত সম্বন্ধে জানা আছে, কিন্তু অনুপস্থিত বা গায়েব সম্বন্ধে জানা নাই। কেননা প্রকৃতপক্ষে অতীতের সহিতও যেমন বর্তমানের সম্পর্ক রহিয়াছে, তেমনি ভবিষ্যতের সহিতও বর্তমানের সম্বন্ধ আছে। সুতরাং বর্তমান যুগের বিজ্ঞানীদের দাবী হইল এই যে, একটি কম্পিউটারে যদি বর্তমানের

খুটিনাটি সব কিছুর জ্ঞান বা তথ্যাদি দেওয়া হয়, তাহা হইলে প্রতিটি মানুষের মৃত্যু সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করা যাইতে পারে। অর্থাৎ বর্তমানের জ্ঞান গায়েব-এর জ্ঞানে উপনীত করে এবং গায়েবের জ্ঞান বর্তমানের জ্ঞানে উপনীত করে। আর এই একই নীতি কালের দিক দিয়াও যেমন ঠিক, তেমনি স্থানের দিক দিয়াও।

হুজুর বলেন, আসল কথা এই যে, আমরা যাহাকিছুই বাহ্যিক দৃষ্টির দ্বারা দেখিয়া থাকি উহার দ্বারা আমদের মধ্যে অভিজ্ঞ ও অনভিজ্ঞ উভয়ই ভিন্ন ভিন্ন সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়া থাকে। এই প্রসঙ্গে হুজুর নিজ গৃহের একটি ঘটনা বর্ণনা করেন। হুজুর বলেন, আমি বাচ্চাদিগকে চন্দ্র ও নক্ষত্রাদির সম্বন্ধে বর্ণনা করিতাম, সেইজন্য বাচ্চাদের এ সম্বন্ধে কিছুটা প্রাথমিক ও মৌলিক বিষয়াদি জানা ছিল। একবার বাচ্চারা ঘরের কাজের মেয়েলোকটিকে জিজ্ঞাসা করিল, 'চাঁন্দ কত খানি বড়, বলিতে পার কি?' সে বলিল, 'ফুটবল অপেক্ষা বড়।' বাচ্চারা হাসিয়া দিল। ইহাতে সে আবার বলিল, 'আচ্ছা, আঙ্গিনা সমান হইবে।' বাচ্চারা আবার হাসিলে সে বলিল, 'তবে এক একর বা দুই একর পরিমাণ নিশ্চয় হইবে।' চাঁন্দকে তদপেক্ষা বড় বলিয়া সে মানিতে প্রস্তুত ছিল না।

হুজুর বলেন, আমরাও আকাশের জ্যোতিষ্কগুলিকে যেরূপে দেখিয়াছি এবং উহাদের সম্বন্ধে যে রায় কায়েম করিয়াছি উহার মোকাবিলায় নভমণ্ডলের গবেষকগণ সেগুলিকে যেরূপে দেখিয়াছেন উহার প্রেক্ষিতে তাহারা আমাদের ব্যাপারে তেমনি হাসেন যেমন আপনারা এখনই কাজের মেয়েলোকটির কথায় হাসিয়া ছিলেন। এবং 'আলেমুল-গায়েবে ওয়াশ-শাহাদাহ' (দৃশ্য ও অদৃশ্য বিদিত) খোদাতায়ালা হয়তো ঐ সকল বিশেষজ্ঞ গবেষকগণের সম্বন্ধে হাসিতেছেন। হুজুর (আইঃ) মানুষের এই দুর্বলতার কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, যদি মানুষ 'আলেমুল-গায়েবে ওয়াশ শাহাদাহ' সম্পর্কিত সিফত বা ঐশী-গুণটিকে উপলব্ধি করিতে পারে এবং নিজের অসারতাকে অনুধাবন করিয়া লয়, তাহা হইলে কোন রকম অহঙ্কারের অবকাশ থাকে না। বহু প্রকারের রুহানী দুর্বলতা কাটিয়া যায়। হুজুর উপদেশ করিয়া বলেন যে, নিজেদের মধ্যে বিনয় সৃষ্টি করুন, যাহার ফলশ্রুতিতে আপনারা আল্লাহতায়ালার সহিত প্রকৃত মিলন লাভ করিতে পারিবেন।

হুজুর বলেন, যখন আমি উক্ত আয়াত সম্বন্ধে চিন্তা-ভাবনা করি তখন আমার জীবনে এতদ্বারা বিশেষ উপকৃত হই। এই আয়াতটি আমাকে বহুবার পদস্খলন হইতে রক্ষা করিয়াছে। ইহার একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করিতে গিয়া হুজুর বলেন, যখন হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (রাঃ) নির্বাচিত হইলেন তখন সকলে নির্দ্বিধায় তাঁহার নিকট বয়েত করেন এবং তাঁহার এতায়াত ও আনুগত্যের প্রতি অঙ্গীকার দান করেন। আমিও তাহাই করিয়াছিলাম। কিন্তু গৃহে আসিয়া যখন আমার অন্তঃকরণের প্রতি মনোনিবেশ করি, তখন উহার মধ্যে বহু দুর্বলতা ও ময়লা দেখিতে পাই এবং আমি চিন্তা করি যে, এই হৃদয় হুজুরের খেদমতে তোহ্‌ফা হিসাবে পেশ করিবার উপযুক্ত কি না? তখন আমি দোওয়া করি যে, হে খোদা! এই হৃদয়কে

তুমি হুজুরের খেদমতে পেশ করিবার মত উপযুক্ত করিয়া তোল। ইহার পর আমি হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (রাঃ)-এর নিকট চিঠি লিখি যে, হুজুর! দোওয়া করুন যেন হযরত মুসলেহ মওউদ (রাঃ)-এর পুত্রদের মধ্যে আমি সকলের চাইতে বেশী আজেযী ও বিনয়ের সহিত খেদমত করার তওফিক পাই এবং সকলের চাইতে বেশী এতায়াতকারী হই। তারপর আমি চিন্তা করি যে, ইহা আমি অনেক বড় কথা বলিয়াছি। ইহাতে আমি মনে মনে স্থির করিলাম যে, শুধু মৌখিক বলা যথেষ্ট নয়, বরং কার্যের দ্বারাই ইহা প্রকাশ করা যাইতে পারে। কেননা পরীক্ষার সময়েই প্রকৃত অবস্থা জানা যায় যে কে 'আলেমুল-গায়েবে ওয়াশ-শাহাদাহ' খোদাতায়ালার নিকট গ্রহণযোগ্য। হুজুর বলেন, কামেল এতায়াত সহজ বিষয় নয়। কামেল এতায়াত সত্বেও চিন্তাধারা বা মতামতের ক্ষেত্রে এখ্‌তেলাফ বা মতদ্বৈধতা হইতে পারে কিন্তু তাকওয়ার দাবী হইল এই যে, সেই এখতেলাফ যেন এমন রূপ ধারণ না করে, যাহা বয়েতের শৃঙ্খলের ক্ষতি সাধন করিতে পারে; কখনও ইশারা-ইঙ্গিতেও যেন উহার পরিপন্থি কোন কাজ না করে। কুরআন করীমে যেখানে মাতা-পিতার সামনে 'উফ' পর্যন্ত উচ্চারণ করার অনুমতি নাই, সেখানে খলিফা-এ-ওয়াক্তের মোকাম ও মর্যাদা তো তাহাদের চাইতেও বহু উর্ধে। তাঁহার কামেল এতায়াত হইতে চুল-চেরা পরিমাণ বাতিক্রম করার অনুমতি কিরূপেই বা থাকিতে পারে?! হুজুর বলেন, আপনারা সকলেই দোওয়া করুন যেন আমাদের মধ্যে আজেযী, এনকেসারী ও বিনয়ের সৃষ্টি হয়। 'আলেমুল-গায়েবে ওয়াশ-শাহাদাহ' (উপস্থিত-অনুপস্থিত, দৃশ্য-অদৃশ্য বিদিত) খোদা যেন কখনও আমাদের হৃদয়ে অহংকার সৃষ্টি হইতে না দেন। আসল কথা এই যে, যতক্ষণ পর্যন্ত 'শাহাদাত' (উপস্থিত সাক্ষ্য) আমল বা কার্যে রূপান্তরিত না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত মানুষের পক্ষে 'আলেমুশ শাহা-দাতে'র পূর্ণ তাত্ত্বিক প্রতিফলন ঘটিতে পারে না।

হুজুর বলেন, উক্ত বিষয়ের ধারাবাহিকতায় আর একটি কথা আমি ইহা বলিতে চাই যে, এই খিলাফত (অর্থাৎ ৪র্থ খেলাফত)-এর নির্বাচন উপলক্ষে হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর পরিবারবর্গ যে মহান আমলী নমুনা দেখাইয়াছেন উহার আমি ঘোষণা করিতে চাই। হুজুর বলেন, কোন ব্যক্তি সম্বন্ধে তাহার পরিবারের লোক ওয়াকেফহাল হইয়া থাকেন। আমার ব্যক্তিগত কমজোরী সম্বন্ধে আমার খান্দানের লোকজনই সব চাইতে বেশী ওয়াকেফহাল ছিলেন। আমার সম্পর্কে তাঁহাদের ব্যক্তিগত রায় নিশ্চয় ভিন্নতর হইতে পারে, কিন্তু যখন খেলাফতের প্রশ্ন আসিল, তখন সমগ্র খান্দানের মিলিত ফয়সালা ইহাই ছিল যে, "কে খলিফা নির্বাচিত হন ইহার প্রতি মোটেও দৃষ্টিপাত না করিয়া আমরা সকলে নির্বাচিত খলিফার পূর্ণ এতায়াত করিব এবং কে খলিফা হইলেন সে বিষয়টিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিব।" হুজুর বলেন, খিলাফতের নির্বাচন কালে কতক দিক দিয়া জামাতের মন পীড়িত হয় কিন্তু হযরত মসীহে মওউদ (আঃ)-এর পরিবারবর্গ কামেল রেজামন্দীর সহিত (পূর্ণ সন্তুষ্ট চিত্তে) আমার এতায়াত (ও আনুগত্য বরণ) করিলেন। হুজুর বলেন, যদি আমার ব্যক্তিত্ব যাচাই করার প্রশ্ন হইত, তাহা হইলে হয়তো বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠের রায় আমার

বিরুদ্ধেই যাইত কিন্তু ব্যাপারটা আমার ব্যক্তিত্বের ছিল না। এই দিক দিয়া "খান্দানে-হযরত মসীহে মওউদ (আঃ)" প্রশংসনীয় ভূমিকা ও সমাদরযোগ্য নমুনা প্রদর্শন করিয়াছেন। উহার জন্য তাঁহারা হক রাখেন, জামাতের বন্ধুগণ যেন তাঁহাদের জন্য দোওয়া করেন। গতকাল পর্যন্ত যাঁহারা আমার প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন এবং অভিযোগ রাখিতেন তাঁহাদের দৃষ্টি সহসা বদলাইয়া গিয়াছে এবং তাঁহাদের মধ্যে সম্মান, ভক্তি, আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা এবং এতায়াতের জায্‌বা পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। ইহা এমন এক অবস্থা ছিল, যাহাতে আমি অভ্যস্ত ছিলাম না। সেই সময়টা আমি কঠিন মর্মপীড়া ও লজ্জাবোধের মধ্য দিয়া কাটাইয়াছি, এবং আমি এস্তেগফার ও আল্লাহ্‌তায়ালার হাম্‌দ করিতে থাকি। হুজুর বলেন, এহেন কর্মধারা বা আচার তাঁহাদের নেকীরই ফলশ্রুতি ছিল। তাঁহারা শতকরা একশত ভাগই একমত ছিলেন যে খলিফা নির্বাচনের ফয়সালা যাহাই হউক না কেন, জামাতের নেজামই হইল সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ।

হুজুর (আইঃ) খান্দানে-হযরত মসীহে মওউদ (আঃ)-এর সর্বাপেক্ষা উর্ধতন বুজুর্গ খাতুন এবং হযরত মসীহে মওউদ (আঃ-এর দৈহিক সন্তানদের মধ্যে একমাত্র জীবিত ও স্মরণীয় 'শায়ায়েরুল্লাহ্‌' হযরত সৈয়্যদা নবাব আমাতুল হাফীয বেগম সাহেবা (মুদ্দা যিল্লহুল আ'লী), যিনি হইলেন হুজুর (আইঃ)-এর কনিষ্ঠ ফুফু, তাঁহার কথা অত্যন্ত আবেগময় ও এখলাসপূর্ণ ভাষায় উল্লেখ করেন। হুজুর বলেন, আমার জন্য সেই মূহুর্তটি অসহনীয় ছিল যখন পরম আন্তরিকতা, প্রীতি, স্নেহ ও ভক্তিপূর্ণ দৃষ্টি ভরে হযরত 'কনিষ্ঠা ফুফু সাহেবা' আমার নিকট বয়েত করিতেছিলেন। ইহা একজন ফুফুর প্রীতি ও স্নেহ ছিল না, বরং উহা ছিল অন্য ধরণেরই প্রীতি ও ভালবাসা। হুজুর বলেন, আমি অনুধাবন করিলাম আমার আল্লাহ আমাকে আর এক জগতের পরিভ্রমণ করাইয়াছেন। হুজুর বলেন, আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁহার অশেষ ফজল ও করমে হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর পরিবারবর্গকেও সেই একই জায্‌বা প্রদান করিয়াছেন, যাহা বাকী জামাতের মধ্যে বিদ্যমান আছে এবং এই হিসাবে সমগ্র জামাতই উক্ত পরিবারভুক্ত। ইহা দেখিয়া আমার হৃদয় আল্লাহতায়ালার প্রশংসায় আকণ্ঠ আপ্লুত হইয়া পড়ে। হুজুর বলেন, 'যাতে-বারী' আল্লাহতায়ালার রেজামন্দী ও সন্তোষের সামনে মাথা নত করিয়া দেওয়ার এইগুলি হইল বড়ই বিস্ময়কর নমুনা ও মনমুগ্ধকর দৃষ্টান্ত। রাবওয়ার প্রতিটি ওলি-গলি সাক্ষী যে, বড়র চাইতেও বড় পরীক্ষা ও সংকট আসিয়াছে এবং বহিয়া চলিয়া গিয়াছে কিন্তু জামাতকে এতটুকুও জখম লাগাইতে পারে নাই, এবং জামাত বিরাট শক্তি ও দৃঢ়তার সহিত খিলাফতের ঐক্যের উপরে কায়েম রহিয়াছে।

হুজুর বলেন, ইহা ছিল শেষ ও সর্ববৃহৎ পরীক্ষা, যে পরীক্ষার মোকাবিলা জামাত অত্যন্ত সাফল্যের সহিত করিয়াছে। ভবিষ্যতে ইনশাআল্লাহ খিলাফতে আহমদীয়া আর কখনও কোন শংকা বা সংকটের সম্মুখীন হইবে না। জামাত উহার যৌবনে উপনীত হইয়াছে। কোন অমঙ্গলকামী ব্যক্তি এখন আর খিলাফতের লেশমাত্রও ক্ষতি সাধন করিতে পারিবে না এবং এমনি ধারায় মহাসমারোহে জামাত উন্নতি করিয়া যাইবে। আল্লাহ্‌তায়ালার এই ওয়াদা

পূর্ণ হইবে যে, ন্যূনকল্পে এক সহস্র বৎসর ব্যাপী আহমদীয়া জামাতে খিলাফত কায়েম থাকিবে। হুজুর বলেন, দোওয়া করুন, আল্লাহতায়ালার হাম্‌দ ও প্রশংসা গীতি গাহিতে থাকুন এবং দোওয়া করিতে থাকুন, যেন আমাদের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করা পর্যন্ত আল্লাহতায়ালা আমাদের প্রতি রাজী থাকেন এবং যখন আমরা মৃত্যুবরণ করি তখন তিনি যেন আমাদের প্রতি মহব্বতের দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকেন।

হুজুর বলেন, আল্লাহতায়ালা গায়েবের পর্দা ঢাকা দিয়া মানুষের পারস্পরিক গ্লানি ও মনোমালিন্য জন্ম নেওয়ার পথ সংকীর্ণ করিয়া দিয়াছেন। রহমান ও রহীম আল্লাহ্‌তায়ালাই একমাত্র সত্তা, যিনি মানবের সকল প্রকার দুর্বলতার সম্বন্ধে অবগত এবং তাহাসত্বেও তাহাকে ভালবাসেন। একবার ভুল করার পর বারবারও যদি সে ভুল করে তবুও তাহাকে ক্ষমা করিয়া দেন। আল্লাহতায়ালার সহিত মানুষের সম্পর্ক তাঁহার রহমান ও রহীম হওয়ার সূত্র ধরিয়াই বিদ্যমান, এবং এই পথের যাত্রা আজেযী ও বিনয়ের সহিতই আরম্ভ হয়। আল্লাহ্‌তায়ালা আমাদিগকে তওফিক দিন আমরা যেন রহমান ও রহীম খোদার মিলন লাভ করিতে পরি।

ইহার পর হুজুর (আইঃ) কয়েক মুহূর্ত বসিবার পর পুনরায় দাঁড়াইয়া খোৎবা সানীয়া পাঠ করিয়া বলেন, বিশ্বব্যাপী যে সকল পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটিয়া চলিয়াছে তাহা অত্যন্ত দুশ্চিন্তার কারণ। সুতরাং সমগ্র মানবতার জন্য, মানবজাতির জন্য এবং বিশেষতঃ মুসলিম জাহানের জন্য দোওয়ার প্রয়োজন, আল্লাহ্‌তায়ালা যেন আলমে-ইসলামকে জালিমগণের হস্তক্ষেপ ও নির্যাতন হইতে রক্ষা করেন ও নিরাপদ রাখেন। মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পবিত্র নামের ওসিলায় তাঁহার সহিত সম্বন্ধ-যুক্ত জনগোষ্ঠীর হেফাজত করেন এবং এই মো'জেযা দেখান যে, শুধু মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পবিত্র নামের সহিত সম্পর্কিত হওয়ার কারণে কত বরকত ও কল্যাণ আছে!

হুজুর বলেন, আমাদের দিল মুসলমানদের উপর অনুষ্ঠিত এই সব অত্যাচার দেখিয়া ক্ষতবিক্ষত। আল্লাহ্‌তায়ালার দরবারে এই সকল মজলুম ও অত্যাচারিত মুসলমানদিগের জন্য দোওয়া করিতে থাকুন এবং এই দোওয়াও করুন যেন আল্লাহ্‌তায়া তাহাদিগকে সাচ্চা ও সত্যিকার মুসলমানে পরিণত হওয়ার তওফিক ও সুযোগ দান করেন, তাহারা যেন আল্লাহ্‌তায়ালার ফয়সালার সামনে মাথা নতকারী হয় এবং আল্লাহ্‌তায়ালা তাহাদের সমক্ষে যাহা তুলিয়া ধরিয়াছেন উহা যেন তাহারা হাত বাড়াইয়া গ্রহণ করিতে পারে—এই তওফিকও যেন আল্লাহতায়ালা তাহাদিগকে দান করেন। আমীন।

ইহার পর হুজুর জুমার নামাজ বাজামাত পড়ান এবং সালাম ফিরাইবার পর মুক্তকণ্ঠে ১১ বার 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পবিত্র কলেমার বেরেদ করেন। তারপর সকলের উদ্দেশ্যে 'আসসালামু আলাইকুম' বলিয়া তশরীফ লইয়া যান। (আল-ফজল, ২০শে জুন ১৯৮২ইং)

অনুবাদ : **মোঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ,**
সদর মুরুব্বী।

আমাদের চতুর্থ খলিফা

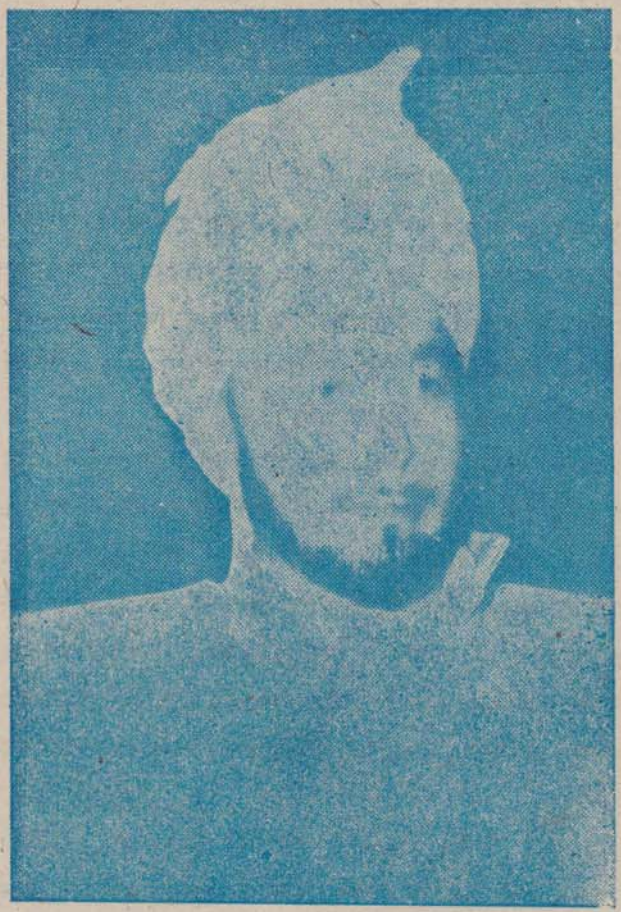

হযরত সাহেবজাদা মির্যা তাহের আহমদ

(আইয়্যাদাহুল্লাহুতায়ালা বেনাসরিহিল আযিয)

বংশ পরিচয় ঃ

হযরত সাহেবজাদা মির্যা তাহের আহমদ সাহেবকে আল্লাহ্‌তায়ালা ১০ই জুন ১৯৮২ইং ৫৪ বৎসর বয়সে 'খেলাফত আলা মিনহাজিন নবুওত'-এর উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত করিয়াছেন। তিনি হযরত মসীহ মওউদ ইমাম মাহদী মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)-এর পৌত্র এবং হযরত মির্যা বশিরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ, খলিফাতুল মসীহ সানী (২য়) আল-মুসলেহ মওউদ (রাঃ)-এর মধ্যম পুত্র—রূপে-গুণে-জ্ঞানে তাঁহারই প্রতিচ্ছায়া বিশেষ। তাঁহার পরম শ্রদ্ধেয়া মাতা ছিলেন হযরত মুসলেহ মওউদ (রাঃ)-এর তৃতীয়া সহধর্মিনী হযরত সৈয়্যদা উম্মে-তাহের মরিয়ম বেগম সাহেবা (রহঃ)। ১৮ই ডিসেম্বর ১৯২৮ ইং কাদিয়ানে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার নানা হযরত ডঃ সৈয়্যদ আবদুস সাত্তার সাহেব (রাঃ) পাঞ্জাবের এক সুপ্রসিদ্ধ সৈয়দ বংশের একজন উচ্চ পর্যায়ের এবাদত গুজার অতি সম্মানিত বুজুর্গ ছিলেন। তিনি হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর পবিত্র হস্তে ১৯০১ইং সনে বয়েত করার সৌভাগ্য লাভ করেন। তাঁহার (রাঃ) বর্ণনা অনুযায়ী একদা হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) যখন একটি বাগানে একত্রিত কিছু সংখ্যক লোকের মধ্যে ভাষণ দান করিতেছিলেন এবং সেখানে রাখা একটি মাত্র খাটের উপর কয়েকজন বিশিষ্ট সাহাবা উপবিষ্ট ছিলেন এবং হযরত ডঃ সৈয়্যদ আবদুস সাত্তার সাহেব (রাঃ) সহ অন্যান্য শ্রোতাগণ নীচে বিছানো একটি চটের উপর উপবিষ্ট ছিলেন, বক্তৃতা দান কালে সহসা তাঁহার উপর দৃষ্টি পড়িলে হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

বলিলেন, 'ডাক্তার সাহেব! আপনি আমার নিকট খাটের উপর আসিয়া বসুন।' তিনি হুজুর আকদাস (আঃ)-এর সঙ্গে বসিতে লজ্জা বোধ করিলে হুজুর (আঃ) পুনঃরায় বলেন, 'শাহ্ সাহেব! আপনি আমার নিকট আসিয়া খাটের উপর বসুস।' তিনি উত্তরে বলিলেন, 'হুজুর! আমি এখানেই ঠিক আছি।' তৃতীয়বার হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) বিশেষভাবে জোর দিয়া বলিলেন, 'আপনি আমার খাটের উপর আসিয়া বসুন। কেননা আপনি হইলেন সৈয়্যদ এবং আপনার প্রতি সম্মান প্রদর্শন আমার কাম্য।"

(হযরত মির্যা বশির আহমদ (রাঃ) প্রণীত 'সিরাতুল মাহদী' ৩য় খণ্ড পৃঃ ২৭৪-২৭৫ দ্রষ্টব্য)

আজ হইতে ৬১ বৎসর পূর্বের ঘটনা! ৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯২১ইং মুসলেহ মওউদ (রাঃ) এর সহিত হযরত সৈয়্যদা উম্মে-তাহের মরিয়ম বেগমের (রহঃ) শুভ বিবাহ উপলক্ষে জামাত আহমদীয়ার একজন প্রখ্যাত আলেম এবং হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর উচ্চপর্যায়ের বিশিষ্ট সাহাবী হযরত মৌলানা সরওয়ার শাহ্ সাহেব (রাঃ) হুজুর (রাঃ)-এর নির্দেশক্রমে এক অতি ঈমানবর্ধক খোৎবা প্রদান করেন। উহাতে তিনি হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর তাঁহার সন্তানদের উদ্দেশ্যে কাব্য কালামে যে অভূতপূর্ব দোওয়া করিয়া গিয়াছেন উহার ভিত্তিতে গভীর তত্বপূর্ণ আলোকপাত করিয়া উহার শেষ পর্যায়ে আশ্চার্যজনক ভবিষ্যদ্বাণীরূপে বলিয়াছিলেন ঃ

"আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, আমি চলিয়া যাইব। কিন্তু ইহা আমার ঈমান যে, যেভাবে পূর্ব সৈয়্যদা (অর্থাৎ হযরত মসীহ মওউদ (আঃ -এর সহধর্মিনী হযরত সৈয়্যদা নুসরত জাহান বেগম রাঃ) হইতে দ্বীনের বিশিষ্ট খাদেম জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তেমনি ইঁহার (অর্থাৎ হযরত সৈয়্যদা উম্মে-তাহের মরিয়ম বেগম রহঃ) হইতেও দ্বীনের বিশিষ্ট্য খাদেম জন্মলাভ করিবে। ইহা আমার দৃঢ় বিশ্বাস। যাহারা জীবিত থাকিবেন, তাহারা দেখিতে পারিবেন।" (আল-ফজল ১৪ই ফেব্রুয়ারী ১৯২১ইং)

ইহা সত্য যে উক্ত মহান বুজুর্গ যিনি এই ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া ছিলেন তিনি এখন ইহ-জগতে বাঁচিয়া নাই। ইহাই তিনিও বলিয়াছিলেন, কিন্তু আমরা যাহারা জীবিত, স্বচক্ষেই দেখিলাম যে, হযরত মৌলানা সরওয়ার শাহ সাহেব (রাঃ) যাহা বলিয়াছিলেন তাহা কিভাবে খোদায়ী অটল তকদীর রূপে পূর্ণ হইল! অর্থাৎ হযরত সৈয়্যদা উম্মে-তাহের (রহঃ)-এর মহান পুত্র হযরত সাহেবজাদা মির্যা তাহের আহমদ সাহেব (আইঃ) 'খেলাফত আলা মিনহাজিন নবুওত'-এর পুনঃপ্রতিষ্ঠিত চিরস্থায়ী শৃঙ্খলে ৪র্থ খলিফার আসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। 'ফাতাবারাকাল্লাহু আহসানুল খালেকীন ওয়াল হামদুলিল্লাহে রাব্বিল আলামীন।'

'খিলাফত আলা মিনাজিন-নবুওত' শেষ যুগে পুনঃ প্রতিষ্ঠার সম্বন্ধে অনন্য সুসংবাদ-দাতা হযরত খাতামাননবীঈন মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সুরা জুমায় "ওয়া আখারীনা মিনহুম···" আয়াতে বর্ণিত তাঁহার মহান আধ্যাত্মিক পুত্র ইমাম মাহদী মসীহ মওউদ (আঃ)-এর মাধ্যমে তাঁহার দ্বিতীয় আবির্ভাব সম্পর্কে আলোকপাত করিয়া বলিয়াছিলেন ঃ

'সপ্তর্ষিমণ্ডলে যখন ঈমান চলিয়া যাইবে তখন পারশ্যবংশোদ্ভূত একজন বা একাধিক মহাপুরুষ ধরাপৃষ্ঠে পুনরায় ঈমানকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবে।" (বোখারী—কিতাবুত তফসীর, জিলদ-২) তদনুযায়ী পারশ্য-বংশোদ্ভূত হযরত ইমাম মাহদী মসীহ মওউদ মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) এবং তাঁহার পর তাঁহার এক মহা গৌরবময় পুত্র (হযরত মুসলেহ মওউদ) ও দুই পৌত্র (হযরত মির্যা নাসের আহমদ রঃ ও সাহেবজাদা মির্যা তাহের আহমদ আইঃ) খেলাফতের মসনদে আল্লাহতায়ালার 'দ্বিতীয় কুদরতে'র প্রতীক হিসাবে অধিষ্ঠিত হওয়ায় হযরত রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের উক্ত ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হইল।

"জিস্ বাত কো কাহে করুঙ্গাঁ ইয়ে ম্যাঁয় জরুর।
টলতি নাহিঁ উও বাত খোদায়ী এহী তো হ্যায়॥ —(দুররে সমীন)

পবিত্র বাল্যকাল ও শিক্ষা জীবন ঃ

তাঁহার স্নেহময়ী মাতা হযরত সৈয়্যদা মরিয়ম বেগম সাহেবা এক অতি উচ্চপর্যায়ের পুণ্যবতী বুজুর্গ ছিলেন। তিনি জামাতে আহমদীয়ার মহিলা সংগঠন "লাজনা ইমাউল্লাহ্"-এর সদর তথা প্রেসিডেন্ট হিসাবে দীর্ঘদিন বিশ্বব্যাপী আহমদী মহিলাদের তালিম, তরবিয়ত ও বিভিন্নমুখী উন্নয়ন সাধনে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখিয়া গিয়াছেন। খোদাতায়ালা ও তাঁহার পবিত্র রসুল মুহাম্মদে-আরবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এবং পবিত্র গ্রন্থ কুরআন মজীদের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ ও ভালবাসা ছিল। সেই সূত্রে তাঁহার আন্তরিক আকাঙ্খা ছিল যে, তাঁহার সন্তানগণ বিশেষতঃ তাঁহার একমাত্র পুত্র হযরত সাহেবজাদা মির্যা তাহের আহমদ যেন সেই রঙে রঙীন হন এবং ইসলাম ও মোহাম্মদ (সাঃ) এবং কুরআন মজীদের কামেল আশেক ও একনিষ্ঠ সেবক হিসাবে গড়িয়া উঠেন। এবং উক্ত আকাঙ্খা ও উদ্দেশ্যকেই সামনে রাখিয়া তিনি অতি আকর্ষণীয় স্বর্গীয় পদ্ধতিতে তাঁহাকে শিক্ষা ও তরবিয়ত দানে যত্নবান থাকেন। তাই অসাধারণ গৌরবময় পিতা হযরত মুসলেহ মওউদ (রাঃ)-এর পাশাপাশি পূণ্যবতী মাতার অবদানও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই প্রসঙ্গে ১৯৪৪ইং সনে হযরত উম্মে-তাহেরের আকস্মিক ইন্তেকাল হইলে তাঁহার সম্বন্ধে লিপিবদ্ধ এক প্রবন্ধে যাহা ১৪ই এপ্রিল ১৯৪৪ইং দৈনিক আল-ফজল-এ প্রকাশিত হয়, হযরত মির্যা তাহের আহমদ (আইঃ) স্বয়ং আলোকপাত করিয়া লিখিয়াছিলেন ঃ—

"আমার আম্মা তাঁহার সন্তানদের সর্বমুখী দ্বীনি উন্নতি লাভের উদ্দেশ্য কাতরভাবে ক্রমাগত দোওয়া করিতেন এবং বিশেষভাবে আমার জন্য। কেননা আমার আম্মার ঐ কথাগুলি আমি কখনও বিস্মৃত হইব না এবং সেই সময়টিকেও আমি কোন দিন ভুলিতে পারিব না যখন একদা আম্মার চক্ষুদ্বয় মর্মবেদনায় ছলছল করিতেছিল, অশ্রু উপছাইয়া পড়িতে উদ্যত ছিল এবং আম্মা ভারাক্রান্ত কণ্ঠে আমাকে বলেন ঃ 'তারী! (হুজুরের ডাক নাম) আমি খোদাতায়ালার নিকট দোওয়া চাহিয়াছিলাম যে, 'হে খোদা! আমাকে তুমি এরূপ এক পুত্র দান কর যে নেক ও সালেহ হয় এবং কুরআনের হাফেজ হয়।" (আল ফজল, ১৪ই এপ্রিল ১৯৪৪ইং পৃঃ ৪)

হযরত উম্মে-তাহের (রহঃ) দোওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তরবিয়তে-আওলাদ সম্পর্কিত ইসলামী নীতি ও নিয়মাবলী অত্যন্ত কঠোর শৃঙ্খলা ও যত্ন সহকারে মানিয়া চলিতেন, এবং তরবিয়তের কোন মওকা উপেক্ষা করিতেন না। তাঁহার তরবিয়তদানের পদ্ধতি কত যে আকর্ষণীয়, কার্যকর ও মন-মুগ্ধকর হইত উহা হযরত সাহেবজাদা মির্যা তাহের আহমদ সাহেবের লিখিত নিম্ন ঘটনাবলী হইতে কিঞ্চিৎ অনুমান করা যাইতে পারে ঃ

১। "সচরাচর এমন হইত যে যখনই আল্লাহতায়ালার কথা আসিত অথবা আল্লাহতায়ালার রহমত ও করুণার কোন ঘটনা সামনে আসিত, আমার আম্মা বলিয়া উঠিতেন, "দেখ, তারী! আল্লাহ্ তাঁহার বান্দাদিগকে কত ভালবাসেন!' এবং ইহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমাকে কয়েকবার হযরত মুসা ও মেষচারকের কেস্‌সাটি শুনাইতেন, এবং এমনই ভাবভঙ্গী ও প্রীতি ও ভক্তি আপ্লুত কণ্ঠে খোদাতায়ালার কথা আলোচনা করিতেন যে তাঁহার প্রতিটি শব্দ যেন মহব্বতের কাহিনী হইত। এমনি ধারায় খোদার পবিত্র কালাম কুরআন মজীদের প্রতি তাঁহার পরম ভালবাসা ছিল। অসুস্থতা ব্যতীত দৈনিক প্রত্যুষে নামাজ হইতে ফারেগ হইয়া কুরআন করীম তেলাওয়াত করিতেন। এবং আমাকেও পাঠ করিতে বলিতেন। যখন আমি পাঠ করিতাম, তখন সঙ্গে সঙ্গে আমার ভুল সংশোধন করিয়া দিতেন। আমাকে নামাজ পড়াইবার এত আগ্রহ ছিল যে শৈশব হইতেই কখনও আদর করিয়া, আর কখনও শাসাইয়া আমাকে নামাজ পড়াইবার জন্য মসজিদে পাঠাইয়া দিতেন। যদি কখনও আমি আলস্য বা ত্রুটি করিতাম, বড়ই আফসোস ও তাজ্জবের সহিত বলিতেন, "তারী! তুমি আমার একমাত্র পুত্র। আমি খোদা-তায়ালার নিকট তোমার জন্মের পূর্বেও এই দোওয়াই করিয়াছিলাম যে, হে আমার রব! আমাকে এমন পুত্র দাও যেন নেক হয়। আমার খাহেশ, তুমি যেন পুণ্যবান হও এবং কুরআন শরীফ হেফ্‌জ কর। এখন নামাজ আদায়ের ব্যাপারে তো তোমার কখনও অবহেলা করা উচিত নয়।" কিন্তু যখন আমি নামাজ পড়িয়া সারিতাম তখন দেখিতাম, উম্মির চেহারা আনন্দ-উচ্ছ্বাসে উজ্জল হইয়া উঠিত! আর ইহাতে আমিও আশ্বস্ত বোধ করিতাম।" তারপর তিনি প্রায়ই বলিতেন, "তারী! কুরআন করীমের খুব বেশী সম্মান করিও।"

২। "আব্বাজান (হযরত মুসলেহ মওউদ)-এর সন্তুষ্টিকে আমার আম্মা এতই জরুরী মনে করিতেন যে কোন কোন সময় অকান্ত ছোট-খাট বিষয়ে, যেগুলির দিকে আমাদের ধ্যানও ছিল না—সেগুলির প্রতিও বিশেষ দৃষ্টি রাখিতেন। একবারের ঘটনা এই যে আমি মৎস্য শিকারে যাইতে চাই। সব প্রস্তুতি সম্পন্ন করিয়াছি। শুধু আব্বাজানের নিকট জিজ্ঞাসা করাই বাকী ছিল। আমি উম্মীকে বলিলাম, আব্বাজানের নিকট হইতে অনুমতি লইয়া দিন। কেননা অন্যান্য সকলের ন্যায় আব্বাজান সম্পর্কিত কাজ উম্মীর মাধ্যমেই সমাধা করাইতাম। উম্মী (এই বিষয়ে) জিজ্ঞাসা করিলে আব্বাজান উত্তর দিলেন, "তুমি আগামী-কাল জুমায় নামাযে সময়মত পৌছাইতে পারিবে না।" কিন্তু আমি ওয়াদা করিলাম যে, 'আমরা নিশ্চয় ঠিক সময়ে পৌছিয়া যাইব।' ইহাতে আব্বাজান উক্ত শর্ত সাপেক্ষে অনুমতি দান

করিলেন। উম্মীও অনুমতি দিলেন বটে কিন্তু বাহিরে আসিয়া আমাকে বলিলেন, "তারী! আমি তোমার আব্বাজানের দিক হইতে অনুভব করিতেছি যে তোমার আব্বাজান অনুমতি অন্তর হইতে দেন নাই। তুমি তোমার আব্বাজানের ইচ্ছা ও সন্তোষের বিরোধী কোন কাজ কর—আমি ইহা চাই না। তুমি আমার খাতিরে আজ শিকার উপলক্ষে যাইও না। অন্য কোন দিন চলিয়া যাইও।" যদিও সকল প্রস্তুতি সম্পূর্ণই ছিল, তথাপি উম্মী আমাকে এমনই ভাবে কথা গুলিবলিয়াছিলেন যে, আমি তাঁহার কথা অস্বীকার করিতে পারিলাম না।.....এবং সেইবারের শিকারে যাওয়ার এরাদা ত্যাগ করিলাম।" (আল-ফজল ১৪ই এপ্রিল ১৯৪৪ইং পৃঃ ৪)

৩। "দৈনন্দিনের বহুবিধ কর্মব্যস্ততা বশতঃ সন্তানদিগের প্রতি তাঁহার বিশেষ মনোযোগ দেওয়ার ফুরসত বা অবকাশ হয় নাই। কিন্তু আমাদের নিকট হইতে এতই উচ্চ আশা-আকাঙ্খা রাখিতেন যেন ২৪ ঘন্টাই আমাদের উদ্দেশ্যেই বিসর্জন করিতেছেন। আমাদের ভুল-ত্রুটির উপর শক্ত নারাজ হইতেন। কোন কোন সময় দৈহিক শাস্তিও দিতেন। বেশীর ভাগ বাচ্চার জিদের উপর রাগ উঠিত। যদি কোন বাচ্চা তাহার জিদ বজায় রাখিয়া বসিয়া থাকিত তাহা হইলে তাহাকে তাহার জিদ না ভাঙ্গিয়া ছাড়িতেন না। উপদেশ সাধারণতঃ এমনই রঙে দিতেন যে, অন্তরে গিয়া প্রবেশ করিত। যদি কোন বিষয়ে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের হাওয়ালা দেওয়া প্রয়োজনীয় হইত, তাহা অবশ্যই দিতেন। যেমন, একবার 'বেহেশতী মাকবেরা' হইতে দোওয়া করিয়া তাঁহার সহিত ফিরিয়া আসিতেছিলাম; পাশ দিয়া জৈনক পথচারী অতিক্রম করিল, সে ব্যক্তি আমাদিগকেও সালাম করেন নাই, আমিও তাহাকে সালাম দেই নাই। ইহাতে তিনি (হযরত উম্মে-তাহের) আমার প্রতি অত্যন্ত হতাশ হইয়া বলিলেন, "তোমার মধ্যে কি এতটুকু শিষ্টাচার নাই যে পথচারীদিগকে যেন সালাম দাও। আমি বলিলাম, "সেও তো বলে নাই।" ইহাতে তিনি বলিলেন, "তোমর উহাতে কি যায় আসে? আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তো সবাইকে প্রথম সালাম বলিতেন!" তারপর উপদেশ দিয়া বলিলেন, "দেখ, কেহ পরিচিত হউক বা না হউক তাহাকে প্রথম সালাম দিবে।" ("তাবেঈনে আসহাবে আহমদ, ৩য় খণ্ড সিরাতে উম্মে-তাহের (রাঃ)—সালাহউদ্দীন মালেক এম, এ, প্রণীত পৃঃ ২০৯-২১০)

প্রকৃতপক্ষে ইহা ছিল আসমানী তরবিয়ত, যাহার ব্যবস্থাপনা আল্লাহ্‌তায়ালা স্বীয় প্রজ্ঞাপূর্ণ নিয়ন্ত্রণাধীন হযরত উম্মে-তাহের (রাঃ)-এর সোপর্দ করিয়াছিলেন। সেইজন্যই ইহার কল্পনাতীত ক্রিয়া বা পূর্বাভাস উজ্জ্বলরূপে প্রতিফলিত হইতে লাগিল। এই প্রসঙ্গে হযরত মুসলেহ মওউদ (রাঃ)-এর বিশিষ্ট ব্যক্তিগত চিকিৎসক ও হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর সাহাবী হযরত ডঃ হাশমাতুল্লাহ সাহেব (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন :—

"সাহেবজাদা মির্যা তাহের আহমদ সাহেবের একটি ঘটনা আমি আজীবন ভুলিব না। ১৯৩৯ইং সনের কথা, যখন হযরত মুসলেহ মওউদ (আইঃ) ধরমশালা মোকামে অবস্থানরত ছিলেন এবং জনাব মৌলানা আবদুর রহীম নাইয়েব সাহেব (প্রসিদ্ধ মোবাল্লেগে-ইসলাম এবং সাহাবী হযরত মসীহ মওউদ—সংকলক) প্রাইভেট সেক্রেটারী হিসাবে হুজুরের সঙ্গে (কর্মরত)

ছিলেন। একদিন নাইয়েব সাহেব নিজস্ব বিশেষ ভঙ্গীতে বলিলেন, 'মিঞা তাহের আহমদ! আপনি এই কথাটি অতি উত্তম বলিয়াছেন, ইহাতে আমার মন অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছে। আমার মনে চায় আপনাকে কিছু পুরস্কার দিতে। বলুন, আপনি কি জিনিস পছন্দ করেন?" ইহার উত্তরে সেই বাচ্চা যাহার বয়স তখন সাড়ে দশ বৎসর মাত্র, তৎক্ষণাৎ স্বতঃস্ফূর্তরূপে বলিল, "আল্লাহ"। নাইয়েব সাহেব বিস্ময়াভিভূত হইয়া নীরব হইয়া পড়িলেন। আমি বলিলাম, "নাইয়াব সাহেব! আপনার ক্ষমতা থাকিলে এখন মিঞা তাহের আহমদকে তাহার পছন্দনীয় জিনিসটি দিন। কিন্তু আপনি কিরূপেই বা দিবেন? এই বস্তুটি লাভ করিবার জন্য তো এখন আপনি নিজেও তাহার পিতার (অর্থাৎ হযরত মুসলেহ মওউদের) স্মরণাপন্ন হইয়া আছেন।" (তাবেঈনে আহসাবে আহমদ, ৩য় খণ্ড—সীরাতে হযরত উম্মে-তাহের (রাঃ) সালাহউদ্দীন মালেক এম-এ- কর্তৃক প্রণীত, পৃঃ ২৬২-২৬৩)

হযরত সাহেবজাদা সাহেব (বর্তমানে চতুর্থ খলিফা) যেমন 'ইরফানে-ইলাহীর শিক্ষাপীঠে লালিত ও তরবিয়ত প্রাপ্ত হইয়া পর্যাপ্ত ও অফুরন্ত ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক জ্ঞান অর্জন করেন তেমনিভাবে আধুনিক জ্ঞান শিক্ষা ও বিদ্যার্জনেও তিনি কোন রকম ত্রুটি করেন নাই! তিনি ১৯৪৪ইং সনে তা'লীমুল-ইসলাম হাই স্কুল (কাদিয়ান) হইতে মেট্রিক পাশ করেন। অতঃপর লাহোর গভর্নমেন্ট কলেজ হইতে আই-এস-সি, এবং পরে বি-এ পাশ করেন। ৭ই ডিসেম্বর ১৯৪৯ইং জামেয়া আহমদীয়ায় ভর্তি হন এবং ১৯৫৩ইং পর্যন্ত পড়াশুনা করেন এবং কৃতিত্বের সহিত 'মৌলভী ফাজেল' ও 'শাহেদ' ডিগ্রী লাভ করেন। অতঃপর উচ্চ শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে হযরত মুসলেহ মওউদ (রাঃ)-এর সঙ্গে ১৯৫৫ইং ইউরোপ গমন করেন। এবং লণ্ডন ইউনিভারসিটির স্কুল অফ ওরিয়েন্টাল ষ্টাডীজ অধায়ন করেন। সেই অধ্যয়নকালে তিনি ইউরোপের বিভিন্ন দেশ সফরও করেন।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, হযরত সাহেবজাদা মির্যা তাহের আহমদ (আইঃ) মেট্রিক পরীক্ষা তাঁহার স্নেহময়ী বুজুর্গ মাতার কঠিন পীড়াকালীন দেওয়া আরম্ভ করেন। ৬ই মার্চ ১৯৪৪ ইং তারিখে অঙ্ক পরীক্ষা ছিল এবং ৫ই মার্চ হযরত উম্মে তাহের (রহঃ) ইন্তেকাল করেন যাহা সমগ্র জামাতের জন্য এক কেয়ামত তুল্য মর্মন্তুদ ঘটনা ছিল কিন্তু হযরত সাহেবজাদা সাহেব ঐ সময় সবর, গাম্ভির্য এবং রেজায়ে-এলাহীর এক অপূর্ব নমুনা প্রদর্শণ করেন, যাহা তাঁহার শিক্ষক ও মুরুব্বীগণকে অত্যন্ত অভিভূত করিয়া তুলে। তাঁহার শিক্ষক মিঞা মোহাম্মদ ইব্রাহীম সাহেব (যিনি এখন আমেরিকায় মুবাল্লেগ হিসাবে কর্মরত আছেন) ২১শে এপ্রিল ১৯৪৪ ইং আল-ফজলে প্রকাশিত তাঁহার প্রবন্ধে লিখিয়াছিলেন যে, "তাহের আহমদ যখন তাঁহার রুমে বসিয়া অঙ্কের প্রস্তুতি গ্রহণ করিতেছিলেন ঘরের একজন কাজের মেয়েলোক কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিল যে আপাজান (হযরত উম্মে তাহের) ইন্তেকবল করিয়াছেন। ইন্তেকাল অবশ্যই হইয়াছিল কিন্তু মানুসিক ভাবে তিনি এই সংবাদ শোনার জন্য প্রস্তুত না হওয়া পর্যন্ত উক্ত সংবাদ আমরা তাঁহাকে জানিতে দিতেছিলাম না। তখন আসরের নামাযের

সময় হওয়ায় তাহের আহমদ ওজু করিয়া মসজিদে নামাজ আদায়ের জন্য চলিয়া গেলেন তারপর বিব্রত অবস্থায় ফিরিয়া আসিয়া দেওয়াল টপকাইয়া তিনি তাঁহার আম্মাজানের উপরতলার আঙ্গিনায় নামিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ব্যাপার কি?' সৈয়্যদ ওলিউল্লাহ্ শাহ্ সাহেব (তাঁহার মামা) অশ্রুসিক্ত হইয়া বলিলেন. 'ইন্তেকাল করিয়াছেন'। (হযরত) তাহের আহমদ নিরব ও শান্ত মূর্তিতে খাটের উপর বসিলেন এবং এমন ধৈর্যের পরিচয় দিলেন যে, আমাদের ভয় হইল মর্মবেদনা চাপা রাখায় তাঁহার জন্য অধিক কষ্টদায়ক সাব্যস্ত না হয় সেইজন্য আমরা চেষ্টা করিলাম যাহাতে তিনি কিছুটা কাঁদেন। তাহেরও তখন ভারাক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং কিছুক্ষণ অশ্রু বিসর্জনের পর তিনি তাঁহার স্নেহময়ী আম্মাকে —যাঁহার জন্য এক জগৎ ক্রন্দনরত ছিল, স্মরণ করিয়া বলিলেন, 'আমি কয়েক বারই স্বপ্ন দেখিয়াছি যেগুলিতে প্রকাশ পাইয়াছিল যে, বস্, অচিরেই উম্মি ইন্তেকাল করিবেন। এই কয়েকদিন পূর্বেও স্বপ্নযোগে উম্মি আমাকে বলিয়াছিলেন, "আমি সেই প্রদীপের ন্যায়, যাহা নিভিবার পূর্বে টলমল হইতে থাকে।" (আল-ফজল, ২১শে এপ্রিল ১৯৪৪ ইং)

ইউরোপ হইতে ফিরিবার পর তিনি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দ্বীনি খেদমতে নিয়োজিত হইয়া পড়েন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় খেলাফত-যুগে হযরত সাহেবজাদা মির্যা তাহের আহমদ (আইঃ) ওকফে জদীদ আঞ্জুমানে আহমদীয়া-এর নাযেম (প্রধান পরিচালক), মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া ও মজলিসে আনসারুল্লাহর সদর (প্রধান) হিসাবে অসাধারণ অবদান রাখেন। প্রতিটি কাজের ইতিহাস স্বর্ণাক্ষরে লিখিবার উপযুক্ত। 'মজলিসে-ইফ্তা'-এর বিশিষ্ট সদস্য হিসাবে সুদ বিষয়ে তাঁহার সন্দর্ভ উল্লেখযোগ্য। এতদ্ব্যতীত, পাক-ভারতে সমাদৃত আটখানা পুস্তকের তিনি রচয়িতা। তন্মধ্যে অন্যতম "ধর্মের নামে রক্তপাত" বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহার বাংলা অনুবাদও প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি ১৯৬০ ইং হইতে ১৯৮২ ইং পর্যন্ত জামাতে আহমদীয়ার সালানা জলসাগুলিতে ১৮টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে অত্যন্ত সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। প্রতিটি বক্তৃতা প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি একজন অতি উচ্চ পর্যায়ের বাগ্মি ও সুবক্তা এবং সুলেখক তেমনি তাঁহার প্রশাসনিক পরিচালন ক্ষমতাও অসাধারণ।

এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধটিতে বহু শাখা-প্রশাখায় বিস্তৃত তাঁহার অসাধারণ প্রতিভা, অবদান ও কার্যাবলীর সম্পূর্ণ বিবরণ পেশ করা সম্ভব নয়।

আল্লাহ্তায়ালার দরবারে আমাদের সকাতর দোওয়া এই যে, তিনি যেন আমাদের এই মহান ও পবিত্র খলিফাকে অপূর্ব সাফল্যময় কর্মক্ষম দীর্ঘায়ু দান করেন এবং তাঁহার দ্বারা মানবমণ্ডলীকে আশিসমণ্ডিত করেন। আমীন।

[আল-ফজলে প্রকাশিত মৌলানা দোস্ত মোহাম্মদ শাহেদ ও মৌলানা গোলাম বারী সাইফ সাহেবের প্রবন্ধদ্বয়, তারিখে আহমদীয়ত ও সীরাতে হযরত উম্মে তাহের (রহঃ) অবলম্বনে লিখিত]

— মোঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ,
সদর মুরুব্বী।

ঈদের খোৎবা

হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী মুসলেহ মওউদ (রাঃ)

[১৯৪৭ সালের ১৮ আগাষ্ট তারিখে মসজিদে আকসা কাদিয়ান মোকামে প্রদত্ত]

আম্বিয়ার জামাতে বিপদের ঝড় তুফান লাগা স্বাভাবিক। ইহাতে ইলাহী সিলসিলা ধ্বংস হয় না, বাধা প্রাপ্তও হয় না। ইহার দ্বারা সিলসিলার পরীক্ষা হয় না, পরীক্ষা হয় মোমেনগণের। সুতরাং আত্ম-পরীক্ষা কর। তুফান সংক্ষুব্দ সমুদ্রে ঢেউয়ের উপর জাহাজ উঠা-নামা করিতে দেখা গেলেও যেমন জাহাজ আগাইয়া চলে, তেমনি বিপৎপাতে সেলসেলা আগাইয়া চলে। অহংকার, গর্ব, আত্ম শ্লাঘা পরিহার কর। খোদা ও তাঁহার রসুলের কাজ আমরা করিয়াছি বলিও না। খোদা ও তাঁহার রসুল করেন বল। আমরা অসহায় ও দুর্বল বান্দা মাত্র।

যখন হইতে পৃথিবী সৃষ্টি হইয়াছে এবং যখন হইতে পৃথিবীতে আল্লাহর পক্ষ হইতে রসুলগণের আগমন আরম্ভ হইয়াছে, আল্লাহ্‌তায়ালার এই সুন্নত চলিয়া আসিতেছে যে আল্লাহ্‌তায়ালার দ্বারা রোপিত বৃক্ষ সদা ঝড়-তুফানের মধ্য দিয়াই উন্নতি করিয়া থাকে। আল্লাহ্‌তায়ালার জমাতের জন্য ইহা ফরজ হইয়া থাকে যে তাহারা এই সকল ঝড়-তুফান ধৈর্যের সহিত সহ্য করিবে এবং কখনো নিরুৎসাহ হইবে না। যে কাজের জন্য ইলাহী জামাতকে খাড়া করা হয়, উহা খোদাতায়ালার কাজ, বান্দার নহে। সুতরাং ঐ সকল ঝড়-তুফান, যাহা বাহ্যতঃ ঐ কাজের উপর প্রবাহিত হইতে দেখা যায়, বস্তুতঃ উহা বান্দাদের উপর প্রবাহিত হইতে থাকে, ঐ কাজের উপর দিয়া নহে। দেখিতে দৃষ্টি বিভ্রম হইয়া থাকে, যেমন তোমরা রেলগাড়ীতে সফর করিবার সময় দেখিয়া থাকিবে যে যদিও প্রকৃতপক্ষে রেলগাড়ী চলিতে থাকে কিন্তু তোমরা দেখ যেন গাছ-পালা ও মাঠ-ময়দান চলিতে থাকে। অনুরূপ ভাবে যখন এলাহি সিলসিলার উপর ঝড়-তুফান আসে, তখন জামাতের লোকেরা মনে করে, সেই ঝড়-তুফান তাহাদের উপর নয় বরং সিলসিলার উপর আপতিত হইয়াছে। বস্তুতঃ আসল ঘটনা এই যে, উহা সিলসিলার উপর পতিত হয় নাই বরং ব্যক্তিবর্গের উপর পতিত হইয়া থাকে। যাহারা এই সিলসিলার উপর ঈমান আনিয়া থাকে, তাহাদিগের উপর

আল্লাহ্‌তায়ালা ঝড়-তুফান প্রেরণ করিয়া মোমেনগণের পরীক্ষা লইয়া থাকেন। খোদাতায়ালার কালাম এবং তাঁহার প্রেরিত শিক্ষার পরীক্ষা লইবার প্রশ্নই উঠে না। কারণ পরীক্ষা মানুষের লওয়া হইয়া থাকে। সুতরাং ঝড়-তুফান মানুষের উপর আসে। কিন্তু মানুষ বুদ্ধির স্বল্পতার জন্য মনে করিয়া থাকে যে, ইহা অন্যের উপর আসিয়াছে এবং ঐ তুফান, যাহা তাহাদিগকে আঘাত করিতেছে, উহার সম্বন্ধে তাহারা খেয়াল করিয়া থাকে যে, উহা খোদাতায়ালার সিলসিলার উপর আঘাত হানিতেছে। তখন এইরূপ মানুষের দৃষ্টান্ত হুবহু সেই স্ত্রীলোকের ন্যায় হইয়া থাকে, যে কাদীয়ানের বাসীন্দা ছিল এবং সৎ স্বিল, কিন্তু তাহার মস্তিস্কে কিছু দোষ ছিল এবং তাহার এই পীড়া বংশ-পরম্পরায় ছিল। সে অত্যন্ত শরীফ এবং লজ্জাশীলা ছিল। কিন্তু পাগলামীর সময় সে ঘুরিয়া বেড়াইত। একদিন সে আমার মরহুম নানী সাহেবার কাছে বসিয়াছিল। সে দিন তাহার মাথা কিছু ভাল ছিল এবং আক্রমণ প্রবল আকারের ছিল না। আরো কয়েকজন স্ত্রীলোক নিকটে বসিয়াছিল। এমন সময় ভূমিকম্প আরম্ভ হইল। আমার মরহুম নানী সাহেবা বলিলেন, ভূমিকম্প হইতেছে। ইহা শুনিয়া সেই স্ত্রীলোকটি তাহার হাত মরহুম নানী সাহেবার উপর রাখিল এবং বলিতে লাগিল, 'বিবি ঘাবরাইও না, ভূমিকম্প আসে নাই বরং আমার মাথা চক্কর দিতেছে।' ঠিক এমনি অবস্থা উপরে বর্ণিত ব্যক্তির হইয়া থাকে। প্রভেদ এতটুকু যে ঐ স্ত্রীলোক বলিয়াছিল তাহার মাথা চক্কর দিতেছে, কিন্তু এই পরীক্ষার সময় লোক মনে করে যে, সিলসিলার মাথা চক্কর দিতেছে। সুতরাং আমাদের জামাতের সব সময় স্মরণ রাখা কর্তব্য যে সেই চারাগাছ, যাহা খোদাতায়ালা লাগাইয়াছেন, উহা বাড়িবে এবং ফল-ফুলে সুশোভিত হইবে এবং উহাকে ঝড় তুফানে ধ্বংস করিতে পারিবে না। অবশ্য আমাদের গাফলতি, আমাদের সিথিলতা এবং আমাদের পদস্খলনের জন্য যদি কোন ঠোকর আসে, তাহা হইলে উহা আমাদের জন্য হইবে, সিলসিলার জন্য নহে। যদি আমরা নিজেদের ভারসাম্য ঠিক রাখি এবং ঈমানকে মজবুত করি, তাহা হইলে ঐ সকল বিপৎপাত আপনা আপনি চলিয়া যাইবে। বরং ঐ সকল বিপৎপাত আমাদের জন্য বরকত এবং রহমতের কারণ হইবে। রসুল করীম (সাঃ) যখন মক্কা হইতে হিজরত করেন, তখন লোকে মনে করিয়াছিল যে তাহারা তাঁহার কাজের পরিসমাপ্তি ঘটাইয়াছে এবং এই ঘটনা হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) এবং তাঁহার সঙ্গীগণের জন্য এক ধ্বংসাত্মক আঘাত। কিন্তু লোকে যাহাকে ধ্বাসাত্মক মনে করিতেছিল উহা বরকতপূর্ণ প্রতিপন্ন হইল। জগৎ জানে যে উহা ধ্বংসাত্মক ছিল না বরং উহা আল্লাহর বরকত বলিয়া প্রতিপন্ন হইল। এবং উহা ইসলামের উন্নতির জন্য এক ভিত্তি স্বরূপ হইল। সুতরাং আমাদের জামাতের লোকদের নিজ নিজ ঈমানের চিন্তা করা উচিত। যদি তোমরা নিজেদের ঈমানকে বাড়াও এবং মজবুত কর, তাহা হইলে তোমাদের জন্য বৎসরে কেবল দুই ঈদ আসিবে না বরং প্রত্যেক নূতন দিন তোমাদের জন্য ঈদের দিন হইবে এবং প্রত্যেক নূতন রাত তোমাদের জন্য নূতন চাঁদ লইয়া উদিত হইবে। তোমরা খোদাতায়ালার সম্মানিত

জামাত। খোদাতায়ালা তাঁহার সম্মানিত জমাতকে সকল সময় উন্নত এবং বর্দ্ধিত করিবার জন্য তৈয়ার থাকেন। যদি কোন ত্রুটি হয়, তবে সে আমাদের পক্ষ হইতে হয়। আমরা দেখি যে, শিশু যতক্ষণ পর্যন্ত না কাঁদে, মা তাহাকে স্তন্য দেয় না। অথচ মায়ের স্তন সকল সময় শিশুকে দুগ্ধ দিবার জন্য প্রস্তুত থাকে। যেমনি শিশু কাঁদিয়া উঠে, অমনি মা তাহাকে বুকে চাপিয়া স্তন্য পান করাইতে থাকে। সুতরাং সব সময় আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট দোওয়ায় লাগিয়া থাক এবং নিজেদের মধ্যে পবিত্র পরিবর্তন সাধিত কর। এখন যেহেতু তোমাদের যখম তাজা আছে,, সেই জন্য এখন আমি উহাতে হাত দিতে চাই না যে, যে বিপংপাত * ঘটিয়া গেল উহার মধ্যে তোমাদের নিজেদের অনেক খানি জিম্মাদারী রহিয়াছে। কিন্তু যেহেতু আমি এখন তোমাদের যখমকে ঘাঁটাইতে চাহি না, সেই জন্য আমি তোমাদের ত্রুটি সমূহ উপেক্ষা করিয়া গেলাম। কিন্তু আমি তোমাদিগকে ইহা বলিয়া দিতে চাই যে, ইহাতে তোমাদের দুঃখিত ও নিরুৎসাহ হইবার প্রয়োজন নাই। আজিকার দিন ঈদের দিন এবং ঈদের দিন অবশ্যই উহার সহিত বহু আনন্দ বহন করিয়া আনে। যদি কাহারও গৃহে কোন দুর্ঘটনা ঘটিয়া থাকে, অথবা দুঃখ পৌঁছিয়া থাকে, তাহা হইসে পৃথক কথা, কিন্তু সাধারণ ভাবে আজিকার দিন উহার সহিত বহু আনন্দ বহন করিয়া আনে। যদি তোমরা নিজেরা নিজেদের অন্তরকে যখম করিয়া থাক, তাহা হইল পৃথক কথা, নচেৎ মামুরের যুগ আনন্দ বহন করিয়া আনে। উহার গতি সদা উর্ধের দিকে, উহার গতি কখনও নীচের দিকে হয় না। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, আল্লাহ্‌তায়ালা সংকোচনকারী এবং প্রসার দাতা হইয়া থাকেন, যেরূপ জাহাজ কখনো ঢেউয়ের সঙ্গে উপরে উঠে এবং কখনো নীচে যায়। যাহারা কখনো সমুদ্রে সফর করিয়াছেন, তাহারা জানেন যে, কখনো মনে হয় জাহাজ নীচের দিকে যাইতেছে এবং কখনো মনে হয়, উহা উপরের দিকে উঠিতেছে, অথচ জাহাজ সদা আগে বাড়িয়া যাইতেছে। কিন্তু যাহারা সফরকারী তাহাদের মনে হয় যেন, জাহাজ কখনো নীচে আসিতেছে এবং কখনো উপরে উঠিতেছে। অথচ আসলে জাহাজ আগেই চলে উহা নীচে নামে না, উপরেও উঠে না। জাহাজের উপর-নীচে হওয়া উহার উপর-নীচে হওয়া নহে, বরং সমুদ্রের ঢেউ সমূহের উর্ধ এবং নিম্ন গতি হইয়া থাকে। অনুরূপভাবে আম্বিয়ার জামাত ঝড় তুফানের মোকাবেলা করিয়া আগে বাড়িতে থাকে এবং সমস্ত বাধা বিপত্তি কাটাইয়া আগে চলিতে থাকে। এম কি তাহাদের জাহাজ নিরাপত্তার সহিত সেই লক্ষ্যস্থলে পৌঁছায়, যেখানে আল্লাহ্‌তায়ালা কর্তৃক তাঁহার রসুলকে দেওয়া ওয়াদা সমূহ পূর্ণ হইতে দেখে। সুতরাং লক্ষ্যস্থলে পৌঁছিবার জন্য একটি জিনিসের দরকার। উহা এই যে, নিজেদের মধ্যে নেক এবং পবিত্র পরিবর্তন সৃষ্টি করা। নবীগণের জামাতের মধ্যে

---

* ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে ১৫ই আগষ্ট তারিখে ভারত বিভাগের ফলে জমাতে আহমদীয়াকে তাহাদের চিরস্থায়ী মরকজ কাদিয়ানকে অস্থায়ী ভাবে ছাড়িতে হয়। এই ঈদ ১৯ই আগষ্ট তারিখে হয়। ইহার কয়েকদিন পরে মেয়ে-ছেলেদের প্রথম কাফেলা লাহোরে চলিয়া যায়!

বিনয় এবং নম্রতা থাকিতে হইবে। অহংকার এবং গর্ব থাকিবে না। তাহাদের মনের মধ্যে কখনই এই খেয়াল না জাগে যে, আমরা আপন বাহুবলে কাজ করিয়া লইব। যদি তাহারা সত্য সত্যই স্বীয় বাহুবলে কাজ করিয়া লয়, তাহা হইলে খোদাতায়ালা এবং নবীগণের মো'জেযার কি নিদর্শন বাকী থাকিবে। তোমরা সব সময় হযরত মুসা (আঃ) এবং তাঁহার সত্যতার ইহাই দলিল দিয়া আসিতেছ যে, হযরত মুসা (আঃ)-এর দ্বারা যাহা কিছু হইয়াছিল উহা হযরত মুসা (আঃ)-এর জামাত করিতে পারিত না। তোমরা হযরত ঈসা (আঃ)-এর সম্বন্ধেও এই দলিল দিয়া থাক যে হযরত ঈসা (আঃ)-এর দ্বারা যাহা কিছু সাধিত হইয়াছিল উহা হযরত ঈসা (আঃ)-এর জামাত দ্বারা হওয়া সম্ভব ছিল না। অনুরূপ ভাবে তোমরা হযরত রসুল করীম (সাঃ) এর আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে আসার ইহাই দলিল দিয়া থাক যে, তিনি যাহা কিছু করিয়াছিলেন, তাঁহার জামাত উহার কিছুই করিতে পারিত না। কিন্তু তোমরা নিজেদের সম্বন্ধে চিন্তা করিবার সময় ইহা বলিয়া ফেল, যে, আমরা ইহা করিব এবং আমরা উহা করিব। অবশ্য তোমরা ইহার সহিত এই কথা সংযোগও করিয়া থাক যে, ইহা আল্লাহতায়ালার ফজল। কিন্তু আল্লাহতায়ালার ফজলের একরার তোমরা কেবল মুখে করিয়া থাক। মুখে প্রত্যেকে বলিয়া থাকে যে আল্লাহ্‌তায়ালার ফজল, কিন্তু সত্য কথা এই যে, কাজের বিবরণের মধ্যে যাইয়া তোমাদের মনে এই অনুভূতির সৃষ্টি হয় যে, আমরা ইহা করিয়া লইব। ইহা বিশ্লেষণ করিলে ইহাই দাঁড়ায় যে জামাতের উন্নতি খোদাতায়ালার হাতে নাই বরং তোমাদের হাতে রহিয়াছে। এই ভাবে তোমরা হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর সত্যতাকে বাতিল করিতে চাহ এবং ইহা সাব্যস্ত করিতে চাহ যে, নাউযুবিল্লাহ তাঁহাকে খোদাতায়ালা খাড়া করেন নাই। যদি তোমাদের কথা মানিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-কে মিথ্যাবাদী বলিতে হইবে। যদি হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) আল্লাহতায়ালার সত্য নবী ছিলেন এবং নিশ্চয়ই সত্যবাদী ছিলেন, তাহা হইলে তোমাদের কথা মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়। সুতরাং তোমরা নিজেরা নিজেদিগকে কেন এরূপ স্থানে খাড়া কর, যেখানে তোমরা হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর মোকাবেলায় পড়িয়া যাও? যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমাদেয় মধ্যে এই একীন ও নিষ্ঠা সৃষ্টি হয় যে, যাহা কিছু ঘটে, তাহা সব খোদাই করেন এবং খোদাতায়ালার কাজকে সম্পূর্ণ করা তোমাদের শক্তির উর্ধে এবং বস্তুতঃ এই রূপই; ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা খোদাতায়ালার স্থান এবং উচ্চ মর্যাদার স্বীকৃতি দাও না এবং তাঁহার কুদরতকে মান না। যতক্ষণ না তোমরা খোদাতায়ালার শান এবং কুদরতকে সাচ্চা দিলে একরার কর, ততক্ষণ খোদাতায়ালা কি ভাবে তোমাদিগকে সাহায্য করিতে পারেন? তোমরা নিজেদের সম্বন্ধে শুধু এতটুকু অনুধাবন কর যে, খোদাতায়ালা তোমাদিগকে কোরবানীর পশু বানাইয়াছেন। কেহ ইহা বলিতে পারে না যে ঈদ পশুগুলির দ্বারা হইয়া থাকে। ঈদ পৃথক জিনিস এবং পশু পৃথক। সুতরাং তোমরা নিজেদের দিলের মধ্যে এই একীন রাখ যে তোমরা কোরবানীর পশু মাত্র এবং যাহা কিছু আছে তাহা শুধু

খোদা, তোমরা কিছু নহ। যেদিন তোমরা এইরূপ দীনতার মোকামে খাড়া হইবে এবং যে দিন তোমরা আল্লাহ্‌তায়ালার সাহায্য স্বীকৃতির মোকাম লাভ করিবে, যদিও এখন আল্লাহর সাহায্য তোমাদের শামিলে-হাল রহিয়াছে, তথাপি যখন ঐ সময়ের জন্য সাহায্য আসিবে, তখন উহা এখন হইতে বহু বড় আকারে আসিবে। সুতরাং তোমরা নিজদিগকে আল্লাহ-তায়ালার কুদরতের অস্ত্র বানাও। এখন দুনিয়াতে হাজার হাজার এবং লক্ষ লক্ষ মানুষ আছে যাহারা মুচি-মেথরের কাজ করিয়া থাকে, তাহারাও মানুষ কিন্তু বাজারে ঢেঁড়রা পিটাইয়া দেখ যে অমুক মেথর অমুক গ্রাম হইতে আসিয়াছে কিংবা অমুক মুচি অমুক গ্রাম হইতে আসিয়াছে, তাহা হইলে কি লোক তাহাদিগকে দেখিতে আসিবে? অথবা ইহাতে শহরে কোন আলোড়নের সৃষ্টি হইবে? যদি শহরে কোন আলাপ উঠে, তাহা হইলে লোকে ইহাই বলিবে যে, যে ব্যক্তি ঢেঁড়রা দিয়াছে তাহার মস্তিষ্ক খারাপ হইয়াছে। কিন্তু শহরে যদি ঘোষণা করা হয় যে, লাহোর শহরে নেপোলিয়নের জুতা আনা হইয়াছে, তাহা হইলে লোকে নেপোলিয়ানের জুতা দেখিবার জন্য দলে দলে লাহোর শহরের দিকে ধাবমান হইবে। এখন দেখ, এক মরা বকরীর চামড়ার দ্বারা বানানো একটি জুতা একজন মানুষের মোকাবেলায় কি মর্যাদা রাখে? যদি সেই মেথর জ্ঞান অর্জন করিত এবং উন্নতির ময়দানে প্রতিযোগিতা করিত, তাহা হইলে সে হয়তো জেনারেল বা বাদশা হইতে পারিত। কিন্তু মুচি হিসাবে তাহার শহরে আগমনে কোন আলোড়ন সৃষ্টি হইল না কিন্তু নেপোলিয়নের জুতার খবর শুনিয়া সারা শহরে উহাকে দেখিবার জন্য এক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইবে। সাধা-রণভাবে পুরানো কালীন দুই চারি টাকায় বিক্রি হইত কিন্তু যদি কোন সাবেক বাদশাহ্‌ বা সম্রাটের কোন কালীন হইত, তাহা হইলে লোকে উহাকে চল্লিশ পঞ্চাশ হাজার টাকা মূল্যে খরিদ করিত এবং কোন কোন সৌখিন লোক ইহাকে ৪০/৫০ লক্ষ টাকা দিয়াও খরিদ করতে প্রস্তুত থাকিত। ইংরেজ কবি সেক্সপিয়ার নিজের হাতে যে পুস্তক লিখিয়া-ছিলেন, উহা ইদানীং ৪০/৫০ হাজার টাকায় বিক্রয় হইয়াছে বরং এইরূপ পুরুষও আছেন যাহাদের শুধু একটি স্পর্শে একটি নগণ্য বস্তু মহা মূল্যবান হইয়া যায়।

সুতরাং তোমরা ইহা মনে করিও না যে তোমরা কোন কাজ করিলে তোমরা বড় হইয়া যাইবে বরং ইহাই মনে করিবে যে তোমরা কিছুই করিতে পার না। আমাদের খোদাই আমাদের সব কাজ করিয়া থাকেন। নিশ্চয়ই এই গর্ব যে তোমরা নিজেদের কাজের উল্লেখ করিয়া তোমরা নিজদিগকে বড় সাব্যস্ত করিবার চেষ্টা কর, এতটুকুও নহে, যতটুকু এই গর্ব যে, তোমরা খোদাতায়ালার হাতিয়ার বনিয়া যাও। হাতিয়ার নিশ্চয়ই প্রাণহীন বস্তু, কিন্তু ইহা মনে করিও না যে, হাতিয়ার হইয়া তোমরা প্রাণহীন বলিয়া পরিত্যক্ত হইবে। যদি বাদশার কুর্তা কিংবা কোন বাদশার কলম কিংবা সেক্সপিয়ারের পুস্তক কোন মর্যাদা রাখে, তাহা হইলে তোমরা জানিয়া রাখ যে, যে ব্যক্তি খোদাতায়ালার হাতিয়ার হইয়া যায়, তাহার মর্যাদা কি হইবে? অতএব আমি বন্ধুদিগকে উপদেশ দিতেছি যে, তোমরা অহংকার বা গর্বের খেয়াল ছাড়িয়া দাও এবং নিজেদের নাফ্‌সের উপর

এক মৃত্যু আনয়ন কর, যাহাতে আল্লাহ্‌তায়ালা তোমাদিগকে নিজ হাতিয়ার বানাইয়া লয়েন। স্মরণ রাখিও যে, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের নাফ্‌সের মধ্যে বিন্দুমাত্র অহংকার, গর্ব এবং আত্মশ্লাঘা বাকী থাকিবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের নাফ্‌সের কোন মূল্য নাই।

এখন আমি দোওয়া করিতেছি, যেন আল্লাহ্‌তায়ালা আমাদের জন্য স্বীয় ফজলের বারি বর্ষণ করেন এবং আমাদের জন্য সকল ঈদ সত্যকার অর্থে ঈদে পরিণত হয় এবং প্রত্যেক ঈদ আমাদের মধ্যে বিনয় এবং নম্রতার রুহ্‌ সৃষ্টিকারী হয় এবং অহংকার সৃষ্টিকারী না হয় এবং আমরা যে কোন কাজ করি, উহার সম্বন্ধে এই একীন রাখি যে, এই কাজ খোদাতায়ালা করিয়াছেন, আমরা তাঁহার নগণ্য এবং দুর্বল বান্দা মাত্র।

(১৯৪৭ সালের ২৫শে আগষ্টের 'আল ফযল' হইতে অনুদিত)

অনুবাদ : **মৌঃ মোহাম্মদ**

ফিৎরানা ও ফিদিয়া

এইবার মাথাপিছু ১১'০০ (এগার টাকা) হারে ফিৎরানা ধার্য্য করা হইয়াছে। আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা নির্বিশেষে সকলের জন্য এমনকি এক দিনের নবজাত শিশুর জন্যও ফিৎরানা দেওয়া জরুরী। যদি কেহ পূর্ণ হারে আদায় না করিতে অপরাগ হন তাহা হইলে অর্ধ হারেও আদায় করিতে পারেন। সকল ফিৎরানা আদায় করিয়া উহা স্থানীয় জামাতে অভাবী পরিবারের মধ্যে ঈদের পূর্বে বিতরণ করিবেন। যে জামাতে স্থানীয়ভাবে ফিৎরারা পাইবার অভাবী আহমদী নাই, সেই জামাত সমস্ত উদ্বৃত্ত টাকা কেন্দ্রে পাঠাইবে।

যাহারা শারিরীক কারণে রোজা রাখিতে অক্ষম, তাহারা মাসিক কমপক্ষে ১৭.০০ (একশত পচাত্তর) টাকা হায়ে ফিদিয়া জামাতের ফাণ্ডে জমা দিবেন। বড় শহরগুলিতে ফিদিয়া ২২৫'০০ টাকা ধার্য্য করা হইয়াছে। এই ফাণ্ডের প্রয়োজন মত টাকা রোজা চলাকালীন স্থানীয় গরীব আহ্‌মদী ভ্রাতাগণের সাহায্য হিসাবে দিবেন, বাকী টাকা কেন্দ্রে পাঠাইবেন।

ঈদ ফাণ্ড

সৈয়দনা হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর জামানা হইতে এশায়াতে- ইসলামের উদ্দেশ্যে প্রত্যেক উপার্জনশীল আহ্‌মদীর জন্য কমপক্ষে এক টাকা হারে নির্ধারিত হইয়া ছিল। এখন যেহেতু টাকার মান কমিয়া গিয়াছে সেই অনুযায়ী বন্ধুগণ অধিকতর উক্ত ফাণ্ডে চাঁদা আদায় করিয়া আল্লাহতায়াবার সন্তোষভাজন হউন এবং ঈদের প্রকৃত আনন্দ অর্থাৎ ইসলামের বিশ্বব্যাপী প্রাধান্য লাভের আনন্দে অংশ গ্রহণ করুন। ইহা সাধারণতঃ ঈদের নামাযের পূর্বেই আদায় করা জরুরী।

দোওয়ার আবেদন

আমার বড় ভাই জনাব ওয়াজিবউল্লা সিকদার সাহেবের ছোট ছেলে শাকিল (এস, এম, শাক্বির) বয়স প্রায় ১৫ বৎসর। গত ২৫শে মে হতে নিখোঁজ। তার আশু ও নিরাপদ প্রত্যাবর্তনের জন্য সকল মোমেনগণের নিকট দোয়ার আবেদন জানাচ্ছি।

খাকসার—
এনায়েতউল্লা সিকদার
ব্রাহ্মণবাড়ীয়া

বাংলাদেশের আহমদীদের সমবেদনা ও আনুগত্য জ্ঞাপনের উত্তরে
হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)-এর
সন্তোষ প্রকাশ ও দোওয়া

বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার মোহতারম আমীর সাহেব আমাদের প্রিয় ইমাম হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (রহঃ) এর মর্মন্তুদ ইন্তেকালে হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) এর খেদমতে বাংলাদেশের সকল ভ্রাতা ও ভগ্নির পক্ষ হইতে সমবেদনা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন এবং হুজুর (আইঃ) এর নিকট পূর্ণ আনুগত্যও জানাইয়া ছিলেন। হুজুর (আইঃ) অনুগ্রহপূর্বক আমাদের সকলের সমবেদনা ও আনুগত্য কবুল করতঃ মোহতারম আমীর সাহেবকে নিম্নরূপ তিনখানা পত্র দিয়াছেন:

RABWAH
29 Ihsan 1361.
29 June 1982.

Dear Moulvi Mohammad Sahib.
Assalamo Alaikum.

I have received your letter 12 Ihsan 1361/June 1982.

I pray to Allah Almighty that he may grant you best reward for expressing your deep sorrow on the sad demise of our beloved Imam and bless the pledge of loyalty of your Jamaat to new Khilaphat with his acceptance. May He be with you always. Ameen.

Yours afiectionately,
Mirza Tahir Ahmad
Khalifatul Masih IV

RABWAW
30 Ihsan 1361.
30 June 1982.

Dear Moulvi Mohammad Sahib,

Assalamo Alaikum.

I have received your letter dated 11 Ihsan 1361/June 1982

I pray to Allah Almighty that he may bless you and all members of your community with steadfastness and firm faith. May Allah enable you to progress spiritually. May He be with you always. Ameen.

Yours affectionately,
Mirza Tahir Ahmad
Khalifatul Masih IV

RABWAH
22 Ihsan 1361.
29 June 182.

Dear Moulvi Mohammad Sahib,
Assalamo Alaikum.

I have received your letter dated 10 Ihsan 1361/June 1982.

I pray to Allah that he may accept your loyalty and sincerity to new Khilafat and bless all the members of community in Bangladesh with steadfasstness and firm faith. May He keep you all under special protection. Ameen.

yours affectionately.
Mirza Tahir Ahmad
Khalifatul Masih IV

আহমদীয়া জামাতের ধর্ম-বিশ্বাস

আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইমাম মাহ্‌দী মসীহ মওউদ (আঃ) তাঁহার "আইয়ামুস সুলেহ" পুস্তকে বলিতেছেন :

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সাইয়েদেনা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহতায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য-করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্মকে পালন করিবে। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অর্থাৎ সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহ্‌লে সুন্নত জামাতের সর্ববাদি-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের মতে এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও, অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?

"আলা ইন্না ল'নাতল্লাহে আলাল কাফেরীনাল মুফতারিয়ীন"

অর্থাৎ, "সাবধান, নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহর অভিশাপ।"

(আইয়ামুস সুলেহ, পৃঃ ৮৬-৮৭)

Published & Printed by Md. F. K. Molla at Ahmadiyya Art Press
for the propprietors, Bangladesh Anjuman-E-Ahmadiyya.
4, Bakshibazar Road, Dacca-1.
Phone No. 283635
Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar